কোরআন ভাবনা

বিষয়ভিত্তিক আয়াতের সংকলন

কোরআন ভাবনা

বিষয়ভিত্তিক আয়াতের সংকলন

গ্রন্থনায়

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি

উন্নয়ন বিশ্লেষক ও গবেষক

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারযিয়া করিম ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায়

কোরআন ভাবনা

বিষয়ভিত্তিক আয়াতের সংকলন

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি

গ্রন্থ পর্যালোচনা : মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম
খতিব, পরিবাগ জামে মসজিদ

প্রথম প্রকাশ : ৫ ই মার্চ ২০২৬/ ১৬ রমজান ১৪৪৭

প্রথম সংস্করণ : ৫ ই মার্চ ২০২৬/ ১৬ রমজান ১৪৪৭

প্রকাশক : MARZIA KARIM Foundation

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : কুরআনের মর্মার্থ চর্চায় স্বতঃফূর্ত সহযোগিতা

Quran Reflections: Compilation of Selected Ayat

Compiled and Edited by:

Syed Abdullah Al-Muti

Published by:

Marzia Karim Foundation, New Eskaton Road, Dhaka.

E-mail: saalmuti@gmail.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল নিয়ত ও প্রচেষ্টার ফলাফল নির্ধারণ করার মালিক। আল কোরআন আল্লাহর বাণী। সৌভাগ্যবান মানুষ এই কোরআন পড়া এবং বোঝার মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজে পায়। কোরআন কে আপন করে নেয়ার প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করাই এই সম্পাদনার মূল লক্ষ্য।

সহজ সরল ও শান্তিময় জীবনের জন্য মানুষের যে আকুতি, সেই পথের অনুসন্ধানে কোরআনের আলো এবং আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পথই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই উপলব্ধিতে অবিচল থাকার জন্য কোরআনের উপদেশ সমূহ মাতৃভাষায় জানার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সহায়ক। এই বাস্তবতার নিরিখে, কোরআনের মূল বিষয় সম্পর্কিত কিছু আয়াতের একটি সংকলন প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করি। যদিও কোরআন পরিপূর্ণভাবে বুঝে পড়ার কোন বিকল্প নাই, এই নির্বাচিত আয়াতের সংকলন কোরআন বুঝে পড়ার আগ্রহ কে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা রাখি।

কোরআনের মূলভাব বা ধারণা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মানুষের দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের কল্যাণের অনুসন্ধান করতে সাহায্য করতে পারে, তাকেই প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে নিয়েছি। মোট এগারোটি মূল ধারণার ভিত্তিতে এই সংকলন, যা ঈমান ও তাকওয়া সুদৃঢ় করার পথে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং এর উপদেশ সমূহ আমাদের চলার পথে আল্লাহর প্রত্যাশার পথ নির্দেশ করবে বলে আশা করি।

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পান্ডুলিপির তাৎক্ষণিক রিভিউ করার জন্য মোঃ তাজুল ইসলাম ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পান্ডুলিপির খসড়া সংশোধনীর ব্যাপারে নিষ্ঠা এবং ধৈর্যের সাথে সহায়তা করার জন্য মোহাম্মদ ফোরকান জাকির ভূমিকা প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ ডিজাইন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য হাসান আল ফরিদী কৃতিত্বের দাবিদার।

এই রমজানে প্রকাশ করার মনে আকুতি থেকে দ্রুততার সাথে সম্পাদনের কাজ শেষ করায়, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ থাকবে। পরম করুনাময় যেন আমাদের এই নিয়ত এবং প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা করি এবং এই সুযোগ দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি
ঢাকা, ৫ মার্চ ২০২৬

অভিমত

সকল প্রশংসা আমাদের মহান রবের জন্য। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার, সাহাবিগণ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদারের উপর।

আমার প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব, মারযিয়া করিম ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং উন্নয়ন বিশ্লেষক ও গবেষক সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি ভাই কোরআনের প্রতি ভালোবাসা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে নিজ আগ্রহে এ গ্রন্থটি বের করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কারণ, এটি আমাদের পবিত্র দ্বীনী দায়িত্বেরই অন্তর্ভুক্ত।

বইটি ছাপানোর আগেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। এজন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। বইটিতে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়সম্বলিত আয়াতের অর্থ নিয়ে আসা হয়েছে। কাজেই বইটি পাঠ করে প্রতিটি পাঠক কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু মেসেজ অনুধাবন করতে পারবেন এবং এতে তিনি খুবই উপকারী হবেন বলে আশা করছি।

আমি এ বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

মুহা. তাজুল ইসলাম
খতিব, পরিবাগ জামে মসজিদ;
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, জামিআ রব্বানিয়া নূরুল উলূম।

সূ | চি | প | ত্র

রমজান, রোজা ও আল-কুরআন	০১	৬৪	সুরা ফালাক-এ আমরা কী বলে থাকি
রমজানে দান-সদকার তাৎপর্য	১৩	৬৫	সুরা নাস-এ আমরা কী বলে থাকি
রমজানের শেষ দশক: গুরুত্ব ও আমল	২৭	৬৬	সুরা আসর-এ আমরা কী বলে থাকি
মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য রমজানের শিক্ষা	৪১	৬৭	সুরা কাওছার-এ আমরা কী বলে থাকি
নিষ্ঠার সাথে নামাজের ফজিলত	৫৫	৬৮	সুরা কদরে আমরা কী বলে থাকি
কুরআনের আয়াতে দোয়া ও আত্মশুদ্ধির পরিচয়	৫৭	৬৯	তাশাহহুদ-এ আমরা কী বলে থাকি
সুরা ফাতিহা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া	৫৯	৬৯	দরুদে ইবরাহিম-এ আমরা কী বলে থাকি
সানায় আমরা কী বলে থাকি	৬১	৭০	দোয়ায়ে মাসুরায় আমরা কী বলে থাকি
সুরা ফাতিহায় আমরা কী বলে থাকি	৬২	৭০	চারটি বিষয় থেকে আত্মরক্ষায় আমরা কী বলে থাকি
সুরা ইখলাস-এ আমরা কী বলে থাকি	৬৩	৭১	কুরআনে বর্ণিত ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু দোয়া

(সুরা জুমারঃ ৫৪-৫৯)
শাস্তি আসার পূর্বেই সতর্ক হও

"তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না।

তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অকস্মাৎ শাস্তি নেমে আসার পূর্বে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কাছে যে-কল্যাণময় (কিতাব) অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করো, যাতে কাউকে বলতে না হয়, 'হায়, আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো অবহেলা করেছি। আমি তো উপহাসকারীদের একজন ছিলাম।'

অথবা কেউ যেন না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো একজন সারধানি হতাম!' অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় যেন কাউকে বলতে না হয় 'হায়! যদি একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমি সৎকর্ম করতাম।'

(আল্লাহ বলবেন), 'আসল ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি মিথ্যা ব'লে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আর তুমি তো ছিলে একজন অবিশ্বাসী।'"

সুরা ফাতিহা
উম্মুল কিতাব এবং কোরআনের সারসংক্ষেপ

কোরআন এর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরা ফাতিহা। এই সুরাটি আল কোরআন-এর প্রারম্ভিকা হিসেবে রাখা হয়েছে বলে এর নাম সুরা ফাতিহা। সুরা ফাতিহার অনেকগুলো নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উম্মুল কিতাব এবং আসাসুল কোরআন, যার অর্থ সম্পূর্ণ কোরআনের সারাংশ এই সুরায় কেন্দ্রীভূত। বরকতময় এই সুরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের মূল প্রতিফলন। সুরা ফাতিহা একমাত্র সুরা যা নামাজের প্রতি রাকাতে পরিপূর্ণভাবে পড়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক। এই সুরার বিশেষত্ব বোঝা যায় সুরা হিজরে আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ দৃষ্টির মাধ্যমে "আমি অবশ্যই তোমাকে (সুরা ফাতিহার) সাত আয়াত দিয়েছি যা বারবার আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহা কোরআন।"

সুরা ফাতিহার কাঠামো আল্লাহর শেখানো প্রার্থনা হিসেবেদুইভাগে সাজানো হয়েছে। প্রথম ভাগে আল্লাহর প্রশংসা ও পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহর কাছে বান্দার আবেদন। সুরা ফাতিহার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই সূরাকে বান্দার দৃষ্টিকোণ থেকে সাজানো হয়েছে।

সাত আয়াতের সুরা ফাতিহা শুরু হয় 'আলহামদুলিল্লা হি রব্বিল আল-আমীন' দিয়ে- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি হচ্ছেন নিখিল বিশ্বের 'রব'। আর 'রব' হলো যিনি সৃষ্টি করেন, সামঞ্জস্য করেন এবং হেদায়েত করেন। আর যিনি এই প্রশংসার যোগ্য তার পরিচয় হচ্ছে 'আর রাহমানির রাহীম'- পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময়। আল্লাহ এর পরে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন যে তিনি 'বিচারদিনের মালিক'। একদিকে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ, অন্যদিকে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি- এর মাঝেই আল্লাহর পরিচয় গভীরভাবে নিহিত।

সুরা ফাতিহার মধ্যে একটি অসাধারণ ভারসাম্য লক্ষণীয়। সুরা ফাতিহার প্রথম অংশ হচ্ছে "ইয়া কানা বুদু" এর মূল ফাউন্ডেশন এবং পরের অংশ হচ্ছে "ওয়া ইয়া কানাসতাইন" এর ব্যাখ্যা। "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাসতাইন" এর আগে যে তিনটি আয়াত আছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ যে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য তাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একমাত্র আল্লাহ কে ইবাদতের যোগ্য করার প্রথম স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি সবকিছুর প্রতিপালক রাব্বুল আল-আমীন, দ্বিতীয় স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি রহমানুর রাহীম-পরম করুণাময় ও দয়ালু। তৃতীয় স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি বিচার দিনের মালিক।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আস্থা, এবং ভয় এই তিনের ওপর ভিত্তি করেই ইবাদতের অঙ্গীকার। "ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈন"– এর অর্থ, একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। এই এবাদাত হচ্ছে অবিচল বিশ্বাস, ধৈর্য্য এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এই মূল ভিত্তির ওপর বিশ্বাস রেখে আমরা বলি "ওয়া ইয়া কানাসতাইন", একমাত্র আপানারই কাছে সাহায্য চাই। আল্লাহর কাছেই সরাসরি চাইতে হবে এবং কোনো মাধ্যম লাগবে না- এটাই লা ইলাহার মূল ভিত্তি। কি সাহায্য লাগবে এবং, কোন পথে সাহায্য আসবে, তা আল্লাহ শেষের অংশে বুঝায় বললেন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। এখানে "ইহদিনা" বলতে "আমাদেরকে হেদায়েত দেন", পথ দেখান। হেদায়েত চাই কিসের জন্য-"সিরাতুল মুসতাকিম" মানে হলো "সঠিক পথটা চিনিয়ে দিন, এই পথে পরিচালিত করুন, পথটা সহজ করে দিন, এবং অবিচল থাকার তৌফিক ও মনোবল চাই"। বান্দা কতটুকু মনযোগী হয়ে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম" বলছে তাহাও একটা হিদায়েত। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন, সেই পথের আবেদন করে, এরপর আমরা বলি "সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম"। সুরা নিসায় আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারা হচ্ছে নবীগন, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ।

কোরআনে আল্লাহ বলেন, সরল সঠিক পথ দেখানোর মালিক তিনিই। আমাদের সঠিক পথের আবেদনের পরপরই সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেন, "এই সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানিদের জন্য এ পথপ্রদর্শক"। সঠিক পথ আল্লাহ কাকে দেখাবেন, সুরা মায়িদায় বলেন, "যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ (কোরআন) দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন"।

নামাজের মূল ইসেন্স বা উপযোগিতা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বান্দার দোয়া। "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম" হচ্ছে সবচাইতে বড় বাধ্যতামূলক দোয়া। নামাজের মধ্যে "ইয়া কানা বুদু" এর ওপর আনুগত্য এবং "সিরাতাল মুস্তাকিম" এর মধ্যে অসহায়ত্বের আকুলতা নিয়ে বান্দা হাজির হয়। নামাজের মধ্যে যখন অসহায়ত্বের আকুতি নিয়ে আমরা ভেঙ্গে পড়ি, এই প্রকাশের মাধ্যমেই জীবনের সফলতা এবং আল্লাহর নৈকট্য।

আল কোরআনের আয়াতে কোরআনের পরিচয়

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কিতাবঃ কোরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর। জিবরিল আ. ছিলেন বাহক এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা। কোরআন লওহে মাহফূযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ ছিল' (সুরা বুরূজ: ২১-২২)। সেখান থেকে আল্লাহর হুকুমে ক্রমে ক্রমে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহানবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। "আমি তোমার কাছে এভাবে অবতীর্ণ করেছি, আর আবৃত্তি করেছি থেমে থেমে স্পষ্টভাবে, যাতে তোমার হৃদয় মজবুত হয়।" (সুরা ফুরকান: ৩২)

সমস্ত মানবজাতির আলোর ও শান্তিও পথঃ কোরআন মানবসমাজের জন্য সম্পূর্ণ জীবনবিধান - ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। কোরআন নাজিলের মূল লক্ষ্য হলো, তা থেকে হেদায়েত ও শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পথে চলা এবং একে অপরকে সৎকাজে উৎসাহিত করা।

আল্লাহ স্বয়ং কোরআনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এই কিতাব হলো 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন' (সাবধানিদের জন্য পথপ্রদর্শক)। "হে মানবসমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, অন্তরের ব্যধির নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া" (সুরা ইউনুস: ৫৭)।

এককথায় এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ নাজিলকৃত। আল-কোরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে, আর আখেরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এই কিতাব আমি নাজিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে" (সুরা আনআম: ১৫৫)।

কোরআন পাঠ করতে হবে সুন্দর ও স্পষ্টভাবেঃ মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কোরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে" (সুরা মুজাম্মিল: ৪)। শুদ্ধ এবং সুন্দর তিলাওয়াত একদিকে যেমন মনের প্রশান্তি আনে, তেমনি গভীর বোধ ও মনন নিয়ে কোরআন পাঠের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান মেলে ও রবের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

কোরআন পড়া ও শোনার মাধ্যমে উন্নত তাকওয়া লাভের পথ সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ বলেন: "যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং নীরব থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়" (সুরা আ'রাফ: ২০৪)।

কোরআন বুঝে পড়া এবং চিন্তা করার জন্যঃ কোরআনের আয়াতে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহ কোরআনের মর্মকথা বোঝার গুরুত্ব পরিষ্কার করেই উপস্থাপন করেছেন। "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমিতো কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে?" (সুরা কমার: ৪০)।

কোরআনের উপদেশ শুদ্ধ তেলাওয়াতের পাশাপাশি, ভাবনা চিন্তারও অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "আমি এ কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধসম্পন্নরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে" (সুরা সা'দ: ২৯)। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা নিজেরা কোরআন শেখে এবং অন্যকেও কোরআন শেখায়" (সহিহ বুখারি: ৫০২৭)।

কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণতাঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম ও তোর্মাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম" (সুরা মায়িদা: ৩)।

কোরআনের মূল উপদেশ এবং বিষয়বস্তুঃ আল কোরআন মানুষের পৃথিবীর পরীক্ষায় অবতীর্ন হওয়ার সম্পুর্ন পথনির্দেশক। এর মাধ্যমে আল্লাহ একদিকে যেমন সৃষ্টির রহস্য এবং সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার ধারণা দিয়েছেন, অন্যদিকে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে বান্দার কাছে তার প্রত্যাশার কথাও প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীতে চলার পথে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য সকল বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহর উপদেশ ও সতর্কবানী দিয়ে বিশ্বাসীদের সাহায্য করেছেন। কোরআনে আল্লাহ প্রকৃতির রহস্য থেকে শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর অসীম সৃষ্টির ক্ষমতার বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর ক্ষমতা ও ফয়সলার উপর পূর্ন আস্থা রেখে, এবং তাঁর উপস্থিতিকে প্রতিনিয়ত অনুভব করে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুরা ফাজরে আল্লাহর প্রত্যাশাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "হে প্রশান্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, সন্তুষ্টচিত্তে এবং তাঁর সন্তুষ্টভাজন হয়ে। আমার দাসদের শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"

কোরআনের পরিচয়
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা বাকারাঃ ০২)
সন্দেহাতীত কিতাব

"এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ পথ প্রদর্শক"

(সুরা নিসাঃ ১৭৪)
সুস্পষ্ট দলিল

"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর (আলো) নাজিল করেছি"

(সুরা বাকারাঃ ১৮৫)
রমাজান মাসে নাজিলকৃত

"রমজান মাস, এতে মানুষের পথ প্রদর্শক ও সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসারূপে কোরআন অবতীর্ন হয়েছে"

(সুরা দুখানঃ ০৩; সুরা কদরঃ ০১)
বরকতময় রাতে নাজিলকৃত

"নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি মহিমান্বিত ও সৌভাগ্যেও;
আমি তো সতর্ককারী"

(সুরা জুমুআঃ ২)
মুহাম্মদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত

"আমি তোমার প্রতি এক কিতাব যথাযথভাবে নাযিল করেছি, সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে তার ইবাদত করো"

(সুরা হাদিদঃ ৯)
অন্ধকার থেকে আলো

"তিনি তার দাসের প্রতি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ন করেছেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের জন্য মহানুভব, পরম দয়ালু"

(সুরা মায়িদাঃ ১৫, ১৬)
নূর ও আলোকগ্রন্থ

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা সন্তুষ্টির অনুসরন করে, এ (কোরআন) দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, এবং তার অনুমতিতে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।"

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ৮২)
শিফা ও রহমত

"আর আমি কোরআন নাজিল করি; যা মু'মিনদের জন্য শিফা ও রহমত"

(সুরা ইউনুসঃ ৫৭-৫৮)
অন্তরের ব্যধির নিরাময়

"হে মানবসমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, অন্তরের ব্যধির নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। বলো, 'এ আল্লাহর দয়ায় ও তাঁর অনুগ্রহে, সুতরাং এর জন্য ওরা আনন্দ করুক। ওরা যা জমা করে তার চেয়ে এ শ্রেয়।'"

কোরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে?

(সুরা মুজ্জাম্মিলঃ ৪)

"তুমি কোরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে"

(সুরা আ'রাফঃ ২০৪)

"যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং নীরব থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়"

(সুরা মুজ্জাম্মিলঃ ৫-৬)

"আমি তোমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। রাত্রিতে উঠে উপাসনা, মনোনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে উপযুক্ত।"

(সুরা মুজ্জাম্মিলঃ ২০)

"তাই কোরআন যতটুকু আবৃত্তি করা তোমার পক্ষে সহজ তোমরা ততটুকু আবৃত্তি করো।"

(সুরা জুমারঃ ২৩)

এমন একটি কিতাব যেখানে একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে

"আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত এমন এক কিতাব, যা সামঞ্জস্যপূণ, যার বিষয়াবলী পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয়, তারপর তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এ-ই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন।"

(সুরা ফুরকানঃ ৩২)

কোরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য কি ছিল

"অবিশ্বাসীরা বলে, সমগ্র কোরআন তার কাছে একসাথে অবতীর্ন করা হলো না কেন?' এ আমি তোমার কাছে এভাবে অবতীর্ণ করেছি, আর আবৃত্তি করেছি থেমে থেমে স্পষ্টভাবে, যাতে তোমার হৃদয় মজবুত হয়।"

কোরআন মন দিয়ে চিন্তা করা এবং বোঝার চেষ্টা করা

(সুরা কমারঃ ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)
কোরআন কি বোঝার জন্য সহজ?

"উপদেশ গ্রহণের জন্য আমিতো কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি।কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে?

(সুরা মুহাম্মদঃ ২৪)
"তবে কি ওরা কোরআন সম্বন্ধে মন দিয়ে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ"

(সুরা সা'দঃ ২৯)
"আমি এ-কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তিসম্পন্নরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।"

(সুরা জুমারঃ ২৭-২৮)
কোরআনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই

"আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় কোরআনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।"

(সুরা জুখরুফঃ ২-৪)
উম্মল কিতাব

"শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি আরবি ভাষায় এ-কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর এ তো রয়েছে আমার কাছে মহান জ্ঞানগর্ভ উম্মল কিতাব (গ্রন্থের মাতা অর্থাৎ মূল গ্রন্থ)-এ।"

কোরআনের আয়াতে আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টির রহস্যের পরিচয়

আল কোরআনের বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নিজের পরিচয় দিতে "ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির " বলেছেন। যার অর্থ হল তিনি "সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"। সর্বশক্তিমান আল্লাহর যে শৈল্পিক সৃষ্টি তার নিখুঁত বর্ণনা আছে আল কোরআনের। তার সৃষ্টির বর্ণনায় মানুষকে খেয়াল করতে বলেছেন, কারণ এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত রহস্য আছে, তার মধ্যে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সন্দেহাতীত পরিচয় আছে। আল্লাহর সৃষ্টির এই বর্ণনা এতই ব্যাপক এবং সুবিন্যস্ত যে তার মধ্যে মানুষের সৃষ্টি, আকাশ ও এবং মহাকাশের ভারসাম্যপূর্ন বিচরণ, মানুষের রিজিকের উৎস এবং আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী তার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। কোরআনের বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ বলেন যে তিনি যখন কিছু করতে বা হওয়াতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু "কুন ফায়াকুন বা হও" বললেই যথেষ্ট। "আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা; আর যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও,' আর তা হয়ে যায়" (সূরা বাকারা ১১৭)।

আল্লাহর এই সৃষ্টির ক্ষমতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তাওহীদ বা একত্ববাদের মূল সূত্র। যে স্রষ্টার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং সুনিপুণ করার ক্ষমতা আছে, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং একমাত্র তারাই কাছে আমরা সাহায্য চাই। সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ সূরা দুখান এর ৩৮ ও ৩৯ নম্বর আয়াতে বলেন "আমি আকাশ, পৃথিবী আর দুয়ের মাঝে কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমি তাদের অর্যথা সৃষ্টি করি নি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।" একই সাথে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষমতা, জীবন-মৃত্যুর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মানুষের পৃথিবীতে অবস্থান কে অর্থবহ করার জন্য জীবন উপকরণের সুনিপুণ ব্যবস্থা-এর সমন্বয় একদিকে যেমন রব হিসেবে স্বীকার করা, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা এবং সর্তকতা কে ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

কোরআনে আয়াতে আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টির রহস্য

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ৯৯)
আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম

"ওরা কি লক্ষ করে না যে আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। "

(সুরা দুখানঃ ৩৮-৩৯)
আকাশ, পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে কারণ রয়েছে

"আমি আকাশ, পৃথিবী আর দুয়ের মাঝে কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। আমি তাদের অর্যথা সৃষ্টি করি নি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।"

আল্লাহর ক্ষমতা ও সৃষ্টির রহস্য
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা ইখলাস)
সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী

"বলো, 'তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয়, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

(সুরা বাকারাঃ ২৫৫)
আকাশ ও পৃথিবীর সবই আল্লাহর

"আল্লাহ-তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী তাঁর আসন, আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"

(সুরা কাফঃ ১৬-১৭)
আমি তার সবচেয়ে নিকটতম

"আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি অবহিত। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনির চেয়েও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুজন ফেরেশতা তার ডান ও বামে বসে তার কর্ম লিখে রাখে। "

(সুরা আল-আ'লাঃ ১-৩)
তিনি সৃষ্টি এবং সুবিন্যস্ত করেন

"তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথের হদিস দেন"

(সুরা হাদীদঃ ৪)
আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন

"তিনি জানেন যা-কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা-কিছু মাটি থেকে বের হয়, আর আকাশ থেকে যা-কিছু নামে ও আকাশে যা-কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ২৬-২৭)
সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

"বলো, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দাও, আর যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন করো। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিনে, দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন কর, আর তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনের উপকরণ দান কর।'"

(সুরা হিজরঃ ২৬-২৯)
মানুষ সৃষ্টির রহস্য

"আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি; আর এর আগে আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে জিন সষ্টি করেছি। যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।'"

(সুরা বাকারাঃ ৩০)
আল্লাহ পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছেন

"আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার পবিত্র মহিমা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তো তা জানো না।'"

(সুরা ফাতিরঃ ১১)
মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষের আয়ু আল্লাহর আওতাধীন

"আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে; তারপর তিনি তোমাদের জোড়া মিলিয়ে দেন। আল্লাহর অজান্তে কোনো নারী গর্ভধারণ বা সন্তান প্রসব করে না। কিতাবে যা (লেখা আছে) তার বাইওে কারও আয়ু বৃদ্ধি পায় না বা কারও আয়ু থেকে কিছু কাটাও হয় না। এ আল্লাহর জন্য সহজ। "

(সুরা বাকারাঃ ১১৭)
আল্লাহ শুধু বলেন 'হওঁ'

"আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা; আর যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও,' আর তা হয়ে যায়।"

(সুরা মু'মিনঃ ৬৮)
আল্লাহ যা বলেন, তা হয়ে যায়

"তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর যখন তিনি কিছু করাবেন বলে স্থির করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"

(সুরা আনআমঃ ৭৩)
দুনিয়া ও কিয়ামতের কর্তৃত্ব আল্লাহর

"তিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু তাঁর জানা।"

(সুরা ইয়াসিনঃ ৮১-৮২)
তিনি সবকিছুর অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।"

(সুরা আল-কিয়ামাহঃ ৩-৪)
আল্লাহর ক্ষমতা মানুষের চিন্তার বাইরে

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না? আসলে, আমি ওর আঙুলগুলোর অগ্রভাগ পর্যন্ত আবার সাজাতে পারব।"

(সুরা বাকারাঃ ২৮)
আল্লাহই প্রাণ দেন এবং মৃত্যু ঘটান

"তোমরা কেমন করে আল্লাহকে অস্বীকার কর, (যখন) তোমাদের প্রাণ ছিল না, তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন - আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, ও পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে?"

(সুরা ইয়াসিনঃ ৭৮-৭৯)
তিনি সৃষ্টির সবকিছু জানেন

"মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা বানায়, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, 'হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে যখন তা পচেগলে যাবে?' বলো, 'ওর মধ্যে প্রাণ দেবেন তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছেন আর তিনি সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।' "

সকল সৃষ্টির রিযিকের কর্তৃত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন

(সুরা আনকাবুতঃ ৬০)
আল্লাহই সকলের রিজিক দান করেন

"এমন বহু জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাবার মজুদ রাখে না। আল্লাহই রিজিক দান করেন ওদের ও তোমাদের। আর তিনি সব শোনেন, সব জানেন।"

(সুরা হুদঃ ৬)
পৃথিবীর সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর

"পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে জানেন, সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"

(সুরা তালাকঃ ২-৩)
আল্লাহ নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেন

"যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ ক'রে দেবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক। যে-ব্যক্তি আল্লাহ ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।"

(সুরা শুরাঃ ২৭)
আল্লাহ পরিমানমতই রিজিক দিয়ে থাকেন

"আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে- পরিমাণ ইচ্ছা সে-পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালো করেই জানেন ও দেখেন।"

(সুরা আনকাবুতঃ ৬১)
আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকারী

"তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো 'কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্য কে নিয়ন্ত্রণ করেন? ওরা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।' তাহা হলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।"

(সুরা আনকাবুতঃ ৬৩)
আল্লাহর বৃষ্টি ভুমিতে প্রাণ দেয়

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো 'মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে কে তাকে আবার প্রাণ দেয়?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।' কিন্তু ওদের অনেকেই এ বুঝতে পারে না।"

(সুরা আনআমঃ ৬০)
আল্লাহ দৃশ্য এবং অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন

"তিনি রাত্রে তোমাদের ঘুম আনেন। আর দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর তিনিই আবার তোমাদেরকে জাগান যাতে নির্দিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরো হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা কর সে-সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন।"

(সুরা হা-মিম-সিজদাঃ ১২)
আকাশসমূহে আল্লাহর সুনিপুণ ব্যবস্থাপণা

"তারপর তিনি আকাশকে দুইদিনে সাত-আকাশে পরিণত করলেন, আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আর তিনি নিচের আকাশকে সাজালেন প্রদীপমালা দিয়ে (এবং সুরক্ষিত করলেন)। এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর মাত্রা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা।"

(সুরা ইয়াসিনঃ ৩৬-৩৭)
আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতির দ্বৈততা (দুইটি রূপ) লক্ষণীয়

"পবিত্র-,মহান তিনি যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। ওদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, যা হতে আমি দিনের আলো সরিয়ে দিই, ফলে সকলেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।"

(সুরা নাহলঃ ৬৮-৬৯)
মৌমাছির সৃষ্টিতে রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করেছেন, 'পাহাড়ে, গাছে আর মানুষ যে-ঘর বানায় সেখানে ঘর বাঁধো। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু-কিছু খাও। তারপর তোমার প্রতিপালক (তোমার জন্য) যে-পদ্ধতি সহজ করেছেন তা অনুসরণ করো।' এর পেট থেকে বের হয় নানারকম পানীয়। এতে মানুষের জন্য রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। এর মধ্যে থেকে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

কোরআনের আয়াতে
মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়

আল কোরআনে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে আগমনের অগ্রিম বার্তাকে ইবরাহিম (আ.) এর দোয়ার মধ্যে প্রতিফলিত। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.) কে "আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি" বলেছেন। সূরা বাকারার ১২৯ নম্বর আয়াতের মধ্যে ইবরাহিম (আ.) এর যে দোয়া আছে তার মধ্যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রার্থনা খুঁজে পাওয়া যায়। "হে আমার প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসুল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াত তাদের কাছে আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী! "। মানবজাতির জন্য আলোর পথ দেখানোর জন্য আল-কোরআন নাযিল হয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ (স.) এবং ফেরেশতাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে আমরা সেই একই কিতাব পড়ার সুযোগ পাচ্ছি। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা বোঝানোর জন্য কোরআনে আল্লাহ বলেন। সূরা সাবা ২৮ নম্বর আয়াত "(হে মুহাম্মদ!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ক'রে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা বোঝে না"।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আহযাব বলেন "হে নবি! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে আর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এবং তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে"। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধিত্বমূলক আচরণ প্রতিফলিত হয় গভীর বিনয়, সৎকর্মপরায়নতা ও নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্বের এক সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ; মানবজীবনের নিখুঁত আদর্শ হিসেবে বিবেচিত; এবং সবার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শনের কোরআনের নীতিগুলো অনুসরণ করতেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন আল্লাহ রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, আছে অনুসরণীয় গুণাবলী। নবুয়তের আগেই তিনি আল-আমীন (বিশ্বাসযোগ্য) নামে পরিচিত ছিলেন; সব লেনদেনে তিনি উচ্চ নৈতিক মান বজায় রেখেছিলেন। জীবনের চরম সংকটগুলো তিনি বিনয়, কোমলতা ও ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন, এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তাদের সঙ্গে তিনি সম্মানজনক আচরণ করে ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম আখলাকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উঁচু মানের আখলাক, মানবিক আদর্শ এবং সৎকর্মপরায়নতা অনুসরণীয় করবার লক্ষ্যে আল্লাহ কোরআনের বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, "বলো আমি তোমাদের মতই" (কাহফ ১১০), "তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রাসূল এসেছে" তওবা (১২৮)। মানুষ হিসেবে তাকে পরিচিত করানো প্রধান কারণ হচ্ছে তাকে অনুসরণীয় করা। রাসুলের দেখানো মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও কেন চেষ্টা করতে পারবোনা। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য অনেক মায়া করতেন, চিন্তা করতেন। সূরা তওবায় আল্লাহ বলেন তোমাদের দুর্ভাগ্য তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে। হাদিসে বর্ণিত আছে, শেষ বিচারের দিনে মানুষ যখন যার যার চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, তখন আমাদের রাসুল বলবেন "ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত" (মুসনাদ আহমাদ: ৯৬২৩)। এটি তাঁর অনুসারীদের নাজাতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবিবুল্লাহ নামের পরিচিত ছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ তার প্রিয় রাসূলের কষ্ট দূর করার জন্য এতই সচেষ্ট ছিলেন যে, একটানা কিছুদিন জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে কোরআন নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। এতে নবীজী (সা.) খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তার প্রিয় রাসূলকে নিশ্চিত করার জন্য সূরা আদ দুহা এবং সূরা ইনশিরাহ নাযিল করেন। এই দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ রাসুলকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি নবীজীকে ছেড়ে দেননি এবং তাঁর পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেক ভালো হবে, এবং কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। এটি মুমিনদের হতাশা দূর করে নতুন উদ্যমে কাজ করার সান্ত্বনা দেয়।

সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ রাসুলকে "ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যার অর্থ "আমি তোমাকে বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি "। রাসুলের আগমন কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। তিনি মানুষকে অন্ধকার ও বিভ্রান্তি থেকে, কোরআনের আলোতে পথ চলা শিখিয়েছেন, দুনিয়া এবং আখেরাতে মুক্তির জন্য।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়

নির্বাচিত আয়াত

(সুরা সাবাঃ ২৮)
মুহাম্মদ (স.) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

"(হে মুহাম্মদ!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ক'রে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা বোঝে না।"

(সুরা আহজাবঃ ৪৫ ও ৪৬)
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী

"হে নবি! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে আর সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"

(সুরা মুহাম্মদঃ ২)
মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি সত্য অবতীর্ণ

"যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে আর মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য ব'লে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা ভালো করবেন।"

(সুরা আ'রাফঃ ২)
কিতাব দিয়ে সতর্ককারী

"তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি এ দিয়ে সতর্ক করো, আর বিশ্বাসীদের জন্য এ তো উপদেশ। তারপর তোমার মনে যেন এ-সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে।"

(সুরা আনআমঃ ১০৬)
যা প্রত্যাদেশ হয় তারই অনুসরণ

"তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ করো, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর অংশীবাদীদের থেকে তুমি দূরে থাকো।"

(সুরা আহকাফঃ ৯)
এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র

"বলো, আমি তো রাসুলদের মধ্যে এমন নতুন কিছু নই। আর আমাকে ও তোমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে আমি তা জানি না। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তা-ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।"

(সুরা আলে-ইমরানঃ ৩১)
মুহাম্মদ (স.) কে অনুসরণ করো

"বলো, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

(সুরা শূরাঃ ৫২)
সরল পথই প্রদর্শন করো

"এভাবে আমি আমার আদেশক্রমে তোমার কাছে এক আত্মা প্রেরণ করেছি যখন তুমি জানতে না কিতাব কী, বিশ্বাস কী। কিন্তু আমি একে করেছি আলো যা দিয়ে আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর"

(সুরা কাহফঃ ১১০)
মুহাম্মদ (স.) তোমাদের মতোই একজন মানুষ

"বলো, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেই শরিক না করে।"

(সুরা হা-মিম-সিজদাঃ ৬)
মুহাম্মদ (স.) তোমাদের মতোই একজন মানুষ

"বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার ওপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তাই তাঁরই পথ অবলম্বন করো এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য"

(সুরা জুমারঃ ৪১)

ভালো বা খারাপ পথ বেছে নেয়ার দায়িত্ত মানুষেরঃ রাসুল তত্ত্বাবধায়ক নয়

"আমি তোমার কাছে সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছি মানুষের জন্য। তারপর যে সৎ পথে চলবে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করবে, আর যে বিপথে যাবে সে-ও বিপথগামী হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর তুমি তো ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও"

(সুরা আহজাবঃ ৫৬)
রাসুলের জন্য দোয়া

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারাও নবির জন্য দোয়া করেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবির জন্য দোয়া করো ও পূর্ণ শান্তি কামনা করো।"

(সুরা আহজাবঃ ২১)
রাসুলের উত্তম আদর্শ

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি ক'রে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

(সুরা কলমঃ ১ ও ৪)
রাসুল অবশ্যই সুমহান চরিত্রের

"শপথ কলমের ও শপথ ওরা (ফেরেশতারা) যা লেখে তার!। তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে।"

(সুরা আল-ইমরানঃ ১৫৯)
রাসুলের নম্র আচরণ

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের ওপর নরম হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে স'রে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"

(সুরা তওবাঃ ১২৮)
বিশ্বাসীদের জন্য রাসুলের দয়া

"তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসুল এসেছে। তোমাদের দুর্ভোগ তার কাছে দুঃসহ। সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে, বিশ্বাসীদের জন্য তার অনুকম্পা ও দয়া"

কোরআনের আয়াতে ঈমান ও সৎকর্মের পরিচয়

আল কোরআনে যে সব বিষয়ের উপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে "ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূওয়া আমিলুসসা-লিহা" যার অর্থ "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।"

ঈমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে ইবাদতের সর্বোচ্চ যোগ্য মনে করে এবং তার প্রতি সম্মান, ভক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করে। আল কোরআনে সূরা আনফালে ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন "বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কাঁপে ও যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এবং উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত হাদিসে জিবরাইল এ ইসলামী ফাউন্ডেশনাল ন্যারাটিভ পাওয়া যায়, যা এর প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস এবং এর ভিত্তি হলো আল্লাহ এবং ফেরেশতার উপর বিশ্বাস, কোরআনের উপর বিশ্বাস, আল্লাহর রাসূলের উপর বিশ্বাস, বিচারের দিন এবং তকদিরের উপর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একজন মুমিন হয়। একজন মুমিন যখন সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার পথে পরিচালিত হয় তখন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর আনুগত্য ও মেনে চলা, যেমন ঈমান, নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ্জ। এই পর্যায়ে তৃতীয় ধাপ হচ্ছে ইহসান। যার অর্থ হচ্ছে কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে ইহসান, যার অর্থ হচ্ছে স্প্রিচুয়াল এক্সিলেন্স - এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আল্লাহ বান্দাকে দেখতে পাচ্ছে অথবা বান্দা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে একজন মুমিন সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার পথ ধরে মুহসিন হওয়ার জায়গা তৈরি করা। আমরা যদি এই পৃথিবীর দিকে তাকাই, ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ যিনি শৈল্পিক স্রষ্টা, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার ওই সৃষ্টির নমুনা, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাসীদের আচরণ কেমন হবে তা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সূরা রা'দ এর ২৮ নাম্বার আয়াত। "আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদের যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহ্ স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"

অন্যদিকে সৎ কাজ বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা যে কাজ মানুষের ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ নিয়ে আসে তাকেই সৎ কাজ বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতে ঈমান ও নামাজের পাশাপাশি সম্পদের মোহ ত্যাগ করে দান করা, অঙ্গীকার পূরণ করা, এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করাকে সৎ কাজের নমুনা হিসেবে বলা হয়েছে। সৎ কাজের মধ্যে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সাদাকাহ এবং সদাচরণ বা উত্তম ব্যবহার। প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, বিপদে সাহায্য করা, এবং ভালো আচরণ করা উল্লেখযোগ্য।

সূরা বায়্যিনাহতে আল্লাহ বলেন যারা বিশ্বাসের সাথে সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ঈমানে অবিচল থাকা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তাকওয়া অর্জন করে। সূরা হা-মিম সিজদা ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না "

ঈমান ও সৎকার্য একে অপরের পরিপূরক। যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান মজবুত রাখার চর্চা করে, তার জন্য সৎকর্ম একটি অনানুষ্ঠানিক-স্বপ্রণোদিত আচরণ। যখন একজন মানুষ প্রত্যেয়ের সঙ্গে ঈমানের ফজিলত আমল করে, এবং এই পথ ধরে জীবনের সহজ-সঠিক পথের সন্ধান করে, তখন আমলে সালেহ এই চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়-এর জন্য কোনো আলাদা চিন্তা করতে হয় না। আবার একজন মু'মিন যখন সৎকাজের চিন্তা করে এবং সে যদি তার ঈমানের অবস্থান নিয়ে সচেতন থাকে, তবে সৎকাজের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য।

ঈমানের পরিচয়

নির্বাচিত আয়াত

(সুরা আনফালঃ ২)
বিশ্বাসীর হৃদয় কাপে আল্লাহর স্মরণে

"বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কাঁপে ও যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আর তারা তো তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।"

(সুরা হুজুরাতঃ ১৫)
বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে আল্লাহ ও রাসুলে

"তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ রাখে না এবং ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।"

(সুরা বাকারাঃ ৩-৫)
কিতাব, পরলোক ও অদৃশ্যে বিশ্বাস

"যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে ও তাদেরকে যে-জীবিকা দান করেছি তার থেকে ব্যয় করে, এবং যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে ও যারা পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে ও তারাই সফলকাম।"

(সুরা আনফালঃ ৩-৪)
নামাজ কায়েম করে প্রকৃত বিশ্বাসী

"যারা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।"

(সুরা আম্বিয়াঃ ২৫)
একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করো

"আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাই আমারই উপাসনা করোড়এই প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসুল পাঠাই নি।"

(সুরা তওবাঃ ৩১)
আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই

"কিন্তু ওদেরকে এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র!"

(সুরা জুমারঃ ৬৫)
আল্লাহর শরিককারীরা ক্ষতিগ্রস্ত

"তোমরা ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ এসেছে, আল্লাহর শরিক করলে, তোমার কর্ম হবে নিষ্ফল ও তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।"

(সুরা হুদঃ ১-২)
একমাত্র আল্লাহর উপাসনার আদেশ কোরআনে সুস্পষ্ট

"যিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ তাঁর কাছ থেকে এ-কিতাব (এসেছে)। এর আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ক'রে পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, তাঁর পক্ষ হতে আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহক।"

(সুরা আহকাফঃ ১৩-১৪)
বিশ্বাসে অবিচল থাকলে ভয় নেই

"যারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ', ও এ-বিশ্বাসে যারা অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, আর এ-ই তাদের কর্মফল।"

(সুরা ফুসসিলাতঃ ৩০)
বিশ্বাসে অবিচল থাকার পুরষ্কার জান্নাত

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ও বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না, আর তোমাদের জন্য যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কথা ভেবে আনন্দ করো।"

(সুরা রা'দঃ ২৮-২৯)
আল্লাহর স্মরণে চিত্ত প্রশান্ত হয়

"আর তিনি তাঁর পথ দেখান তাদের যারা তাঁর দিকে মুখ ফেরায়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো, আল্লাহ স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।"

(সুরা আনকাবুতঃ ২-৩)
বিশ্বাসীদের জন্য পরীক্ষা থাকবে

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বলে ব'লেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে অব্যাহতি দেওয়া হবে? এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল।"

সৎকাজের পরিচয়
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা বায়্যিনাহঃ ৭)
বিশ্বাসের সাথে সৎকাজ সৃষ্টির সেরা

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই সৃষ্টির সেরা।"

(সুরা আসরঃ ১-৩)
ঈমান ও সৎকাজ ছাড়া বাকিরা ক্ষতিগ্রস্ত

"সময়ের কসম; নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় আছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে ।"

(সুরা বাকারাঃ ১৭৭)
সৎকর্মের পরিচয়

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, সব কিতাব ও নবিদের ওপর বিশ্বাস করলে আর আল্লাহর ভালোবাসায় আত্নীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, আর নামাজ কায়েম করলে ও জাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ও সাবধানি।"

(সুরা কাহফঃ ১০৭-১০৮)
সৎকর্মের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, যেখানে তারা স্থায়ী হবে ও এর পরিবর্তে তারা অন্য কোনো স্থান কামনা করবে না।"

(সুরা শূরাঃ ২২)
সৎকর্মের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগিচাসমূহ

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাদের রবের নিকট, তারা তা-ই পাবে। এটাই তো মহা-অনুগ্রহ"

(সুরা জাসিয়াঃ ৩০)
বিশ্বাস ও সৎকর্মে জান্নাতের অধিকার

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রতিপালক জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দেবেন। এ-ই মহাসাফল্য।"

(সুরা মুহাম্মাদঃ ২)
সৎকর্মের জন্য মন্দ কাজ ক্ষমাযোগ্য

"যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে আর মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য ব'লে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন ও তাদের অবস্থা ভালো করবেন।"

(সুরা সাবাঃ ৩৭)
ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কাজে লাগবে না

"তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে সাহায্য করবে না। কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আর তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে, তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে।"

(সুরা বাকারাঃ ১১০)
নামাজ কায়েম ও জাকাত উত্তম কাজ

"আর তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকাত দাও। এই উত্তম কাজের যা-কিছু আগে পাঠাবে আল্লাহর কাছে তা-ই পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দেখেন।"

(সুরা বাকারাঃ ১৯৫, ২১৫, ২১৯)
আল্লাহর পথে ব্যয় বড় সৎকাজ

"**তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো** এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম করো; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তারা কী ব্যয় করবে? বলো, তোমরা যা ব্যয় কর তা হবে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে-কোনো সৎকাজ করো না কেন, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।"

"**লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহর পথে) কী ব্যয় করবে?** বলো, 'যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ তার সকল বিধান তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারো।"

(সুরা মুহাম্মদঃ ৩৮)

"দেখো, **তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে**, অথচ তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। "

(সুরা বাকারাঃ ২৬১)
আল্লাহর পথে দান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন

"যারা আল্লাহর পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজের মতো যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়, প্রতিটি শিষে থাকে একশো দানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।"

(সুরা মু'মিনুন : ৬০-৬১)
দানের মাধ্যমে সৎকাজের প্রতিযোগিতা

এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এ-বিশ্বাসে তাদের যা দান করার কম্পিত হৃদয়ে তা দান করে, তারাই ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করে ও তারাই সে-কাজে এগিয়ে যায়।

(সুরা বাকারাঃ ২৭৩)
আল্লাহর পথে ব্যস্ত মানুষদের চিনে নিয়ে তাদেও অভাব দূর করো

"এই দান অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যস্ত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না ব'লে অবিবেচক লোকেরা ভাবে তাদের অভাব নেই; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড়বান্দার মতো ভিক্ষা করে না। তোমরা যা-কিছু দান করো, আল্লাহ্ তা ভালো ক'রেই জানেন।"

(সুরা বাকারাঃ ২৬২-২৬৪)
দানের প্রচার ও দানের পর কষ্ট দেয়া দানকে নষ্ট করে

"যারা আল্লাহর পথে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে আর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও (দান করে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখও পাবে না।"

"যে-দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা ও ক্ষমা করা ভালো। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, (তিনি) পরম সহনশীল।"

"হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে (খোঁটা দিয়ে) তোমরা তোমাদের দানকে ঐ লোকের মতো নষ্ট কোরো না, যে নিজের ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।"

(সুরা বাকারাঃ ২৭১, ২৭৪)
গোপন দান প্রকাশ্য দানের চেয়ে ভালো

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো। আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তো তা জানেন।"

(সুরা আলে ইমরানঃ ১৩৪)
ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমাশীলতা বড় সৎকাজ

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।"

(সুরা আল-হুজুরাতঃ ১২)
পরনিন্দা ও গীবত পরিহার করা সৎকাজ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থেকো। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ের সন্ধান কোরো না ও একে অপরের অসাক্ষাতে তার নিন্দা করো না।"

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ৩৭)
অহংকার ও আত্মগরিমা পরিহার করা সৎকাজ

"তুমি মাটিতে দেমাক করে পা ফেলো না। তুমি মাটিও ফাটাতে পারবে না ও পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না।"

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ২৩)
মা-বাবাকে সম্মান করা উল্লেখযোগ্য সৎকাজ

"তাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে ও মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন। তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন বা দুইজনই বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদের ব্যাপারে 'উহ্-আহ্' বলো না, আর তাদেরকে অবজ্ঞা করো না, তাদের সাথে সম্মান করে নম্রভাবে কথা বলবে।"

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ২৪)

মা-বাবাকে সম্মান করা উল্লেখযোগ্য সৎকাজ

"তুমি অনুকম্পার সঙ্গে বিনয়ের ডানা নামাবে, আর বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার মাতা-পিতার ওপর সেভাবেই দয়া করো, যেভাবে ছেলেবেলায় তারা আমাকে লালনপালন করেছিলেন।"

(সুরা নিসাঃ ৩৬)
আত্বীয়স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করবে না। এবং পিতা-মাতা, আত্বীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে।"

(সুরা নিসাঃ ১১৪)
সৎকাজের মাধ্যমে শান্তিস্থাপন

"তবে যে দান- খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তিস্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার মধ্যে ভালো আছে), আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় যে এইরকম করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১০৪)
ভালোর দিকে ডাকা অন্যতম সৎকর্ম

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (লোককে) ভালোর দিকে ডাকবে ও সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্মের ব্যাপারে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই হবে সফলকাম।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১০)
সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্ম নিষেধ করা

"আর কেউ মন্দ কর্ম ক'রে বা নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় হিসেবে।"

(সুরা কাহফঃ ৮৮)
সৎকর্মের জন্য সহজ হিসাব

“তবে যে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান হিসেবে আছে কল্যাণ ও তার সাথে ব্যবহার করার সময় আমি সহজভাবে কথা বলব।”

(সুরা বাকারাঃ ১৮৮)
অন্যের সম্পদের হক আদায় বড় সৎকাজ

“আর তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাগে গ্রাস করো না। আর মানুষের ধনসম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের ঘুষ দিয়ো না।”

কোরআনের আয়াতে
নিষ্ঠার সাথে ইবাদত ও নামাজের ফজিলত

নামাজ মানবজাতির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর সর্বশ্রেষ্ট উপহার। নামাজের মাধ্যমে বান্দার সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তৈরি হয়। কোরআনে আল্লাহ বলেন "তোমরা ধৈর্য ধরো এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো" (সুরা বাকারা: ৪৫)। নামাজ মানুষকে সবর করতে শেখায় এবং এই ইবাদত নফসের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার ঢাল। মানুষের দুর্বলতা এবং অসহায়ত্বের ঢাল হিসেবে নামাজকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ সবচাইতে সহজ, কিন্তু ওজনে অনেক ভারী। নামাজ এমনি একটি ইবাদত যা ধনী-গরীব, সুস্থ, অসুস্থ এবং স্থান-কাল-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। নামাজ এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে। "তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে, জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। বরং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি তা পছন্দ করেন" (সুরা জুমার: ০৭)। যেকোনো পরিস্থিতিতে বান্দা আল্লাহর কাছে পৌছাতে পারে আত্মসমর্পণের এর মাধ্যমে। সিজদায় বান্দা আল্লাহর সবচাইতে কাছে পৌঁছায়।

নামাজ কিভাবে পড়লে বান্দার উপকার হবে সেব্যপারে আল্লাহর উপদেশ কোরআনে পরিষ্কার। বান্দা কার সামনে হাজির হচ্ছে সেব্যাপারে সচেতনতা প্রথম শর্ত। কোরআনে ঘোষণা হচ্ছে "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান" (সুরা মু'মিনুন: ০১)। সুতরাং, বান্দার কাছে নামাজের উপকার তখনই দৃশ্যমান হবে, যখন সে নিষ্ঠার সাথে নামাজ আদায় করবে এবং সষ্টিকর্তার কাছে তার মনের আবেগ নিয়ে অসহায়ত্বের প্রকাশ করে হালকা হবে।

আল্লাহ বান্দার কাছে কোনোকিছুর জন্য মুখাপেক্ষী নয়, "হে মানবসমাজ, তোমরাই তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী"। আল্লাহ বান্দার কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন। নামাজ এ প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পুরো নামাজ জুড়েই প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার মাধ্যমে, সরল সঠিক পথের সন্ধান এবং সহজ জীবনের আকুতি। একমাত্র তিনিই পারেন তা মঞ্জুর করতে। নামাজে নিষ্ঠাবান হলে, উদাসীন না হলে, বান্দারই বেশি লাভ। বিপদে-আপদে প্রথমেই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে হাজির

হলে, বান্দার অন্তরের কথা আল্লাহ কবুল করে নেন। যখন বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক তৈরী হয় তখন "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানসতাইন" সার্থকতা পায়।

কোরআনে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা অনেক বার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'আকিমুস সালাত' বা নামাজকে প্রতিষ্ঠা করা বলতে মূলত নামাজের মুল উদ্দেশ্যকে কে প্রতিষ্ঠা বোঝায়, যা কিনা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা, এবং কোরআনের উপদেশ কে জীবনে পালন করাকেই বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি নামাজে নিষ্ঠাবান হতে চায়, তবে নামাজে কোরআনের যতটুকু আয়াত সে পড়ে, তা যদি বুঝতে পারে, তবেই মনোযোগ ও নিষ্ঠার জায়গাটা মজবুত হবে। নামাজে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার অর্থ মনোনিবেশ করার মাধ্যমে, এর উপদেশসমূহ জীবনে পালন করার অর্থই হবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এক অর্থে কোরআনের উপদেশকে নিজের জীবনে এবং পরিবারে পালন করাকেই নামাজ প্রতিষ্ঠা বোঝানো হয়।

নামাজ প্রতিষ্ঠার অন্য একটি মাত্রা হলো, জীবনে নামাজের গুরুত্বকে পরিবারে অনুপ্রেরণা দেয়া। কোরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশ হলো "তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের উপদেশ দাও এবং সে ব্যাপারে অবিচলিত থাকো" (সুরা ত্বহা: ১৩২)। নামাজ পড়লে আমাদের লাভ- নামাজ সবর আনে, মনের শান্তি দেয়, রিজিকের প্রসারতা আনে, এবং ঈমান মজবুত করে।

নামাজের মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে নামাজ সুরক্ষা করা এবং নামাজে যত্নবান হওয়া। নামাজ কেবল শুধু দায়িত্ব নয় বরং হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নামাজকে আমার চোখের শীতলতা করা হয়েছে" (সুনান নাসায়ি: ৩৯৩৯), যার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি। নামাজের মাধ্যমে জীবনে ইতিবাচক প্রভাবের প্রতিফলন হয় মানুষের আচরণে, বিপদে বিশ্বাসের শক্তিতে, ধৈর্য ধারণে এবং ভালো কাজের উৎসাহ পাওয়ার মধ্যে। নামাজ ভুল-ত্রুটির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথ দেখায়, এবং অসীম ক্ষমতার স্রষ্টার কাছে জীবনের কঠিন পরীক্ষা মোকাবিলার সাহস ও শক্তি যোগায়।

ইবাদত ও নামাজের পরিচয়

নির্বাচিত আয়াত

(সুরা আনআম : ১০২)
আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক

"এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি সবকিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো; তিনি সবকিছুরই তত্ত্বাবধায়কে।"

(সুরা বাকারাঃ ২১)
আত্বরক্ষার জন্য প্রতিপালকের ইবাদত করো

"হে মানুষ! তোমরা ইবাদত করো তোমাদের সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো।"

(সুরা তাহাঃ ১৪)
আল্লাহর স্মরণে নামাজ কায়েম করো

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত করো ও আমাকে স্মরণ করে নামাজ কায়েম করো।"

(সুরা মু'মিনুনঃ ১-২,৯)
নামাজে যত্নবান অবশ্যই সফলকাম

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্র, আর যারা নিজদের নামাজে যত্নবান।"

(সুরা বাকারাঃ ৪৫-৪৬)
বিনয়ীরা ধৈর্য ও নামাজে সাহায্য প্রার্থনা করে

"তোমরা ধৈর্য ধরো ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর বিনীতরা ছাড়া আর সকলের কাছে এ তো কঠিন। (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চয় দেখা হবে আর তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।"

(সুরা বাকারাঃ ২৩৮-২৩৯)
আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে দাড়াবে

"তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ করে মাঝের নামাজ (আসরের নামাজ) সযত্নে রক্ষা করবে আর আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে দাঁড়াবে। যদি তোমরা ভয় পাও তবে পথে চলতে বা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"

(সুরা মাউন : ৪-৫)
নামাজে উদাসীনতা দূর্ভোগ আনে

"সুতরাং দূর্ভোগ সেসব নামাজ আদায়কারীর, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন।"

(সুরা তাহাঃ ১৩২)
পরিবারকে নামাজে উৎসাহিত করো

"তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও, এবং সে-ব্যাপারে অবিচলিত থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আমিই তোমাকে জীবনের উপকরণ দেই। আর সাবধানিদের পরিণাম তো শুভ।"

(সুরা আনকাবুত : ৪৫)
নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় থেকে বিরত রাখে

"তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব থেকে তুমি আবৃত্তি করো ও নামাজ কায়েম করো। অবশ্যই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।"

(সুরা মা'আরিজ : ১৯-২৩)
নামাজ মানুষকে ধৈর্যশীল করে

"মানুষ তো স্বভাবতই অস্থির। সে বিপদে পড়লে হা-হুতাশ করে। তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে, যারা নামাজে নিষ্ঠাবান।"

(সুরা লুকমানঃ ১৭)
নামাজ কায়েম সৎকাজ ও ধৈর্যকে মজবুত করে

"'হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ-কর্মের নির্দেশ দাও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"

(সুরা হুদ : ১১৪)
নামাজ কায়েম অসৎকর্ম দূর করে

"তুমি নামাজ কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথম অংশে। সৎকর্ম তো অসৎকর্মকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ।"

(সুরা তওবাঃ ১৮)
নামাজ ও মসজিদ রক্ষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি

"তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করে না; ওদেরই সৎপথ পাওয়ার আশা আছে।"

(সুরা জুমআঃ ৯-১০)
জুম্মার দিনে আল্লাহকে বেশি করে ডাকবে

"হে বিশ্বাসিগণ! জুম্মার দিনে যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহকে মনে রেখে তাড়াতাড়ি করবে ও কেনাবেচা বন্ধ রাখবে। এ-ই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা বোঝো। নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহকে বেশি করে ডাকবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

(সুরা রুম : ১৭-১৮)
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির করো

"সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো।আর মহিমা ঘোষণা করো বিকালে ও দুপুরে। আকাশ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই।"

(সুরা নিসাঃ ১০৩)
নামাজ শেষে আল্লাহর যিকির করো

"তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে তখন নামাজ কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।"

কোরআনের আয়াতে আল্লাহর পরীক্ষা, ধৈর্য ও তাকওয়ার পরিচয়

আল্লাহর ক্ষমতা এবং অস্তিত্বের উপর সচেতনতার মাধ্যমে ধৈর্যধারণের শিক্ষা একজন মুমিনের তাকওয়া অর্জনের প্রধান সহায়ক। জীবনে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সলার উপর ভরসা রাখা এবং সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়ার পরিচয়। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্তের সাথে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের পৃথিবীতে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার সঙ্গে আল্লাহর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা এবং কর্মে কে উত্তম তার প্রতিযোগিতা করা। সুরা আনকাবুতে আল্লাহর পরীক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বলে ব'লেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল"। এই পরীক্ষা মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ ধৈর্য এবং দোয়াকে প্রধান ঢাল হিসেবে উপদেশ দিয়েছেন। সুরা ইমরানে আল্লাহ বলেন "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো ও সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে নামাজ এবং ধৈর্যের আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ আছে। শেষ বিচারের দিনে প্রশান্ত আত্মা নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে হাজির হওয়ার প্রচেষ্টায় ধৈর্য এবং তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

আল-কোরআনে দোয়া বা প্রার্থনাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোরআনে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে "তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম" (সুরা মুলক: ০২) এবং "তারা আমারই ইবাদত করবে" (সুরা জারিআত: ৫৬)। এই দুই মাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে কোরআনে মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে যে "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে" (সুরা নিসা: ২৮) এবং "মানুষের মন তো মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার ওপর আমার প্রতিপালক দয়া করেন" (সুরা ইউসুফ: ৫৩)। প্রতিনিয়ত নফসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রতিপালকের হেদায়েত অর্জনের জন্য দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

যদিও আল্লাহ মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী "আলিমুল গায়েব" এবং সব শোনেন সব দেখেন "আস সামি আল বাসির" তবুও বান্দার কাছ থেকে তার অবস্থা শুনতে তিনি ভালবাসেন। প্রতিনিয়ত বান্দা যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় সেই পরীক্ষার

হেদায়েত এর জন্য বান্দার আকুতি তিনি পছন্দ করেন। তার সৃষ্টির তার প্রতি আনুগত্য এবং ইবাদতই তার রব হিসেবে স্বীকৃতি। কোরআনে আল্লাহ আশ্বস্ত করেন "আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়" (সুরা রা'দ: ২৮)।

বান্দা তার অভাব অভিযোগ নিয়ে হাজির হয় তার কাছে, যে তাকে "ফা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা (অর্থাৎ নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে)" (সুরা ইনশিরাহ: ৫) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ভরসার জায়গা মজবুত করার জন্য বান্দার জন্য দোয়া একটি বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল। যেখানে সবকিছু বলা যায়, নিজের কষ্টের আকুতি প্রকাশ করা যায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, এবং মনের প্রশান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

দোয়ার মাধ্যমে মনের প্রশান্তি লাভ হয়, বান্দা চলার পথে শক্তি পায়, ধৈর্য ধারণ করে এবং তাকওয়া মজবুত হয়। তাকওয়া অর্জনের মূল পথ হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর সমাধানের উপর ভরসা রাখা। মানুষের তকদীরের কারণে কিংবা কর্মফলের কারনেই হোক, যেকোনো অবস্থায় ধৈর্যের সাথে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং নিজের যোগ্যতা দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা মোকাবিলা করা হচ্ছে তাকওয়া অর্জনে অবিচল থাকার টেকশই পথ।

দোয়া হল মু'মিনের হাতিয়ার, যা তাকে আল্লাহর রহমত ও বরকতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ কোরআনে বারবার আমাদের দোয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকে, তবে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

দোয়ার মাধ্যমে বান্দা তার আবেগ নিয়ে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, বিপথ থেকে ফিরে আসার জন্য তওবা করে এবং সত্যনিষ্ঠ পথে অবিচল থাকার শক্তি চায়। দোয়ার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে, সঠিক পথের হেদায়েত চেয়ে, বান্দা "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাসতাইন" এর প্রতিশ্রুতি কে সুরক্ষা করে।

কোরআন বিভিন্ন নবি-রাসুলদের দোয়া বর্ণনা করেছে, নবিরা দোয়া করেছেন, আল্লাহ পছন্দ করেছেন এবং কবুল করেছেন। এই দোয়াগুলো আমাদের ইবাদত, জীবন পরিচালনা এবং আখেরাতের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আমাদের আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য্য, ও ক্ষমার জন্য অত্যন্ত কার্যকর দোয়া। এই দোয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারি।

আল্লাহর পরীক্ষা, ধৈর্য ও তাকওয়ার পরিচয়

নির্বাচিত আয়াত

(সুরা মুলকঃ ২)
তোমাদের পরীক্ষা, কর্মে কে উত্তম

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষার করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী ও অতি ক্ষমাশীল।"

(সুরা তাগাবুনঃ ১৫)
ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা

"তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আর তোমাদের জন্য আল্লাহরই কাছে রয়েছে বড় পুরস্কার। "

(সুরা বাকারাঃ ১৫৫)
আল্লাহর পরীক্ষায় ধৈর্যের পুরস্কার

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদেরকে তুমি সুখবর দাও।"

(সুরা বাকারাঃ ১৫৬)
আল্লাহরই কাছে নিশ্চিতভাবে ফিরতে হবে

"(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ২০০)
ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সফলতা

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা করো ও সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

(সুরা আল বাকারাঃ ১৫৩)
নামাজের মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়া

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। "

(সুরা নাহলঃ ১২৭)
আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য প্রাপ্তি

"ধৈর্য ধরো, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না আর ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মন-খারাপ করো না।"

(সুরা লুকমানঃ ১৭)
নামাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধৈর্যের শিক্ষা

"বৎস! নামাজ কায়েম করবে, সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। এ-ই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"

(সুরা সিজদাঃ ২৪)
তাকওয়া ও ধৈর্য একে অপরের পরিপূরক

"ওরা যেহেতু ধৈর্য ধরতে পারত, আমি তাই ওদের মধ্য থেকে সেই নেতাদের মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। আমার নিদর্শন সম্পর্কে ওদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১২০)
ধৈর্যশীল ও মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর সুরক্ষা

"যদি তোমাদের কোনো মঙ্গল হয় তারা দুঃখ করে, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দ করে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো ও সাবধান হয়ে চল তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তো তা ঘিরে রয়েছেন"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৪৬)
ধৈর্যধারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন

"আর কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানি। আল্লাহ পথে তাদের যে-বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা ভেঙ্গে পড়েনি, দুর্বল হয় নি, এবং নত হয় নাই। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

(সুরা আনফালঃ ৪৬)
আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য শিক্ষা

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে ও তোমাদের মনের জোর চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।"

(সুরা হুজুরাতঃ ১৩)
তাকওয়া আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি করে

"তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি মুত্তাকী! আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।"

(সুরা বাকারাঃ ১৮৩)
রমজান তাকওয়া বৃদ্ধি করে

"হে বিশ্বাসিগণ; তোমাদের জন্য সিয়াম (রোজা)-র বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে চলতে পার"

(সুরা ইউসুফঃ ৯০)
ধৈর্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে সৎকর্মের উৎসাহ

"নিশ্চয়ই যে লোক মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল সে-ই সৎকর্মপরায়ণ। আর আল্লাহ তো সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"

(সুরা ফুরকানঃ ২০)
তোমরা একে অপরের জন্য পরীক্ষা

"আমি তো তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে? তোমার প্রতিপালক তো সবই দেখেন।"

কোরআনের আয়াতে তওবা ও ক্ষমার পরিচয়

তওবার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রাপ্তীর সম্ভাবনা বান্দার জন্য পরম করুনাময় রহমানুর রাহিমের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। তওবার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথ উন্মোচন করে আল্লাহ মানুষের মনে আশা নিয়ে জীবনের পরীক্ষা মোকাবিলা করার শক্তি যোগায়।

মানুষ নফস এর প্ররোচনার কাছে দুর্বল। আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষার মোকাবিলা করতে মানুষ নফসের সাথে যুদ্ধ করে এবং দুর্বলতার কারণে স্বজ্ঞানে অথবা অসচেতনতার মধ্যে ভুল করে ফেলে। আল্লাহ মানুষের ভেতরের খবর রাখেন। সুরা আল ইমরানে আল্লাহ "যারা না জেনে শুনে নিজেদের ওপর অত্যাচার করে, এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের প্রতি প্রতিপালকের ক্ষমা আশ্বস্ত করেছেন "। আল্লাহ মানুষকে তার অসৎ কাজ দিয়ে বিচার করেন না, বান্দা কতটা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে হাজির হচ্ছে, নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তা দিয়েই মানুষকে বিচার করেন। সূরা নিসায় রয়েছে, আল্লাহ বান্দার ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন, যদি সে গুরুতর অন্যায় থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহ পছন্দ করেন যখন বান্দা কোন ভুল হয়ে যাওয়ার পরপরই অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ইস্তেগফার এবং তওবার মধ্যে পার্থক্য হলো, ইস্তেগফার হলো বান্দার অনুতপ্ত হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ। অন্যদিকে তওবা হচ্ছে, ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি - যার তিনটা শর্ত আছেঃ অপরাধ স্বীকার করা, অনুতপ্ত হওয়া, ভবিষ্যতে একই ভুল না করার অঙ্গীকার করা এবং চেষ্টা করা। এই সবকিছুর সংমিশ্রণকেই আন্তরিক তওবা বা তওবাতান নাসুহা নামে প্রকাশ করা হয়েছে সূরা আত তাহরিম: ৮ নম্বর আয়াতে "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো-বিশুদ্ধ তওবা; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন"। বিশুদ্ধ তওবা বলতে তওবার মধ্যে কয়েকটি শর্ত পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে। যেমন অনুতপ্ত হওয়া, অসৎকর্ম পরিত্যাগ করা, এবং ফেরত না যাওয়া।

বান্দার জন্য আল্লাহ আশার বাণী রেখেছেন কোরআনে সূরা জুমার: ৫৩ নম্বর আয়াতে "তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না"। আবার সুরা বাকারা: ২৭১ নম্বর আয়াতে "গোপনে প্রদত্ত দান এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন" বলেও আশা দিয়েছেন।

একদিকে তওবার মাধ্যমে ফিরে আসার সুযোগ, অন্যদিকে সাবধান বাণী আছে - সূরা নিসার পরিষ্কার বার্তা রয়েছে। "আল্লাহ্ তো সেইসব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল ক'রে মন্দ কাজ করে। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞানী। আর যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তওবা নয় " (সূরা নিসা ১৭-১৮)। আর আল্লাহর সাথে শরিক করা কে অমার্জনীয় অপরাধ বলে কোরআনের আয়াতে নির্দেশিত আছে। অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সঙ্গত নয় বলে নির্দেশনা আছে। তবে জীবিত অবস্থায় যদি কোনো বান্দা তার শিরকের ভুল বুঝতে পেরে শুদ্ধ তওবা করে তবে তা ক্ষমা করার ইখতিয়ার আল্লাহ রাখেন।

অসৎকাজ থেকে ফিরে আসার জন্য এবং পাপমুক্তির জন্য বিশুদ্ধ তওবা, সাদাকাহ এর মাধ্যমে অসৎ কাজের ক্ষতি থেকে পরিত্রান পাওয়া এবং মানুষকে ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহু উৎসাহিত করেছেন। সুরা নিসায় এ বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায় "যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎকর্ম কর বা (কারও) অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, শক্তিমান "। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষ দোয়া শিখিয়ে গিয়েছেন। "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউয়্যুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি " যার অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি পরম ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন " (সুনান তিরমিযি: ৩৫১৩)।

আল কোরআনে আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সুরা নুরের ২২ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন "তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তওবা ও ক্ষমার পরিচয়

নির্বাচিত আয়াত

(সুরা নিসাঃ ৪৮)
আল্লাহর সাথে শরিক করা মহাপাপ

"আল্লাহ তো তার সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে-কেউ আল্লাহর অংশী করে সে এক মহাপাপ করে।"

(সুরা নিসাঃ ১১৬)
আল্লাহর শরীক করা ক্ষমার অযোগ্য

"আল্লাহ তো শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"

(সুরা তওবাঃ ১১৩-১১৪)
অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সংগত নয়

"আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, যখন এ সুস্পষ্ট যে ওরা জাহান্নামে বাস করবে। ইবরাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতির জন্য, তারপর যখন এ তার কাছে স্পষ্ট হল যে সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহিম তার সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেল। ইবরাহিম তো ছিল কোমলহৃদয় ও ধৈর্যশীল।"

(সুরা তওবাঃ ৮০)
আল্লাহ ও রাসুলকে অস্বীকার করা ক্ষমার অযোগ্য

"তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না-করো, একই কথা, তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও, আল্লাহ ওদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। এ এজন্য যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

(সুরা বাকারাঃ ১৬০)
নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

"কিন্তু যারা তওবা করে, আর নিজেদেরকে সংশোধন করে ও আল্লাহর আয়াতকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, এরাই তারা যাদের আমি ক্ষমা করি, আর আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৩৫-১৩৬)
প্রতিপালকের দয়া ও ক্ষমাই বড় পুরস্কার

"আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে, বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে আল্লাহকে স্মরণ করে, ও নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? আর তারা যা করে ফেলে তা জেনেশুনেও করে না। ওরাই তারা যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা"

(সুরা তওবাঃ ১০২, ১০৪)
আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু

"আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক ভালো কাজের সাথে আর-এক খারাপ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো ওদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন? আর তিনি সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ তো ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু।"

(সুরা নিসাঃ ৩১)

গুরুতর অন্যায় থেকে বিরত থাকলে ছোটখাটো পাপ মোচন হয়

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের ছোটখাটো পাপগুলো আমি মোচন করব ও তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করার অধিকার দেব।"

(সুরা নিসাঃ ১৭-১৮)

অনবরত মন্দ কাজ তওবার যোগ্য নয়

"আল্লাহ তো সেইসব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল করে মন্দ কাজ করে। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আর যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তওবা নয়। আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।' আর যাদের অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু হয় তাদের জন্যও তওবা নয়।"

(সুরা আত-তাহরিমঃ ৮)

বিশুদ্ধ তওবা তোমাদের মন্দ কাজ মুছে দেয়

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো-বিশুদ্ধ তওবা; হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন আর তোমদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী বইবে। "

(সুরা তাহাঃ ৮৭-৮৯)

অনুশোচনা ও সৎকর্ম ক্ষমার পথ সুগম করে

"আমি অবশ্যই তার জন্য ক্ষমাশীল যে অনুতাপ করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে"

(সুরা জুমারঃ ৫৩-৫৪)

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে আত্মসমর্পণ করো

"বলো, 'হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহ্ অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা ক'রে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' তোমাদের কাছে শাস্ড়ি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাও ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। শাস্ড়ি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না।"

অন্যকে ক্ষমা করার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনা

(সুরা নিসাঃ ১৪৯)

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎকর্ম করো বা (কারো) অপরাধ ক্ষমা করো, তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, শক্তিমান।"

(সুরা নূরঃ ২২)

" তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সুরা শুরাঃ ৪০)

" মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ; আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপসনিষ্পত্তি করে তার পুরষ্কার আছে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তো স্বীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। "

কোরআনের আয়াতে তাকদির ও কর্মফলের পরিচয়

ইসলামের বিশ্বাস বা ঈমানের যে ছয়টি আকীদা আছে, তার মধ্যে শেষ বিচারের দিনের পাশাপাশি তাকদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস রাখা অন্যতম। এই তাকদীর বা কদরের সহজ ব্যাখ্যা হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এই পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ যা কিছু হয় তার ওপর সর্বময় ক্ষমতা ও পুর্বজ্ঞান আছে। সূরা আনফালের ৫৯ নম্বর আয়াতে "এবং তার কাছেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে, যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না", এর সাথে, আল্লাহর নাম আল আলিম, আল গাইব এর সাথে সামঞ্জস্য আছে।

কদর বা ডিভাইন ডেসটিনি এক অর্থে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক পরিমাপকে বোঝানো হয়। "আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে" (সূরা কামার: ৪৯) এর মাধ্যমে সময় এবং স্থান-কাল নির্বিশেষে আল্লাহর সর্বময় জ্ঞানকেই বোঝানো হয়।

ইসলামের ঐতিহাসিক জ্ঞান-চর্চার আলোচনায়, কিভাবে মানুষের তাকদির এবং স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তি (ফ্রি উইল) সহঅবস্থান করে তা বিশেষ করে সমাদৃত। এই আলোচনায় তিন শ্রেণীর মতের অবস্থান পাওয়া যায়। প্রথম মতে, সবকিছু যা হয় তা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, যার সীমাবদ্ধতা হলো সৃষ্টির সেরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিকে অবমূল্যায়ন করা। কারণ স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিকে অস্বীকার করলে আল্লাহর ন্যায়বিচার কে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং বিচার দিবসের উদ্দেশ্যে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। দ্বিতীয় মত হচ্ছে একমাত্র মানুষের ক্ষমতা এবং ইচ্ছার মাধ্যমেই কর্মের ফলাফলের পরিণতি, যার সীমাবদ্ধতা হলো আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা এবং পূর্বজ্ঞানকে অবহেলা করে (যা ঈমানের পরিপন্থি)। যেটা সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মত, যা কিনা মূলধারার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত, তা ভারসাম্য মডেল হিসেবে পরিচিত - যার অর্থ হলো মানুষ স্বাধীনভাবেই ইচ্ছা পোষণ করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ হচ্ছে প্রক্রিয়া এবং ফলাফলের স্রষ্টা। এই দুই এর সংমিশ্রণে যে কোনো কর্মের সাথে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব এবং আল্লাহর ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং ক্ষমতার ধারণাকে সুরক্ষা করা হয়।

আল কোরআন এ তাকদীর এবং কর্মফল এর সহঅবস্থানকেই বিভিন্ন আয়াতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সুরা শুরায় "তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল", এবং সুরা তাগাবুনে " আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো বিপদ-ই আসে না", এর মাধ্যমে বান্দার স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তি এবং আল্লাহর দৃশ্য এবং অদৃশ্যের জ্ঞানকেই স্থাপন করা হয়।

ভারসাম্য মডেলের কাঠামো ইসলামী নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তি গড়ে তোলে। একজন মানুষ নিজের অপরাধের জন্য কদরকে দায়ী বলতে পারে না, কারণ এই কর্ম তার মনস্থিরকৃত, যা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন। তদ্রূপ কষ্ট ও বিপদও তাকদীর এবং পরিক্ষার অংশ: এবং এই পরীক্ষার মোকাবিলায়, আল্লাহ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকর হতে দেন, যাতে নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রয়োগের ন্যায্যতা বিবেচনায়, পরকালের সঠিক বিচার সম্ভব হয়।

ইসলাম শেখায় যে যা-ই ঘটে, তা সবই আল্লাহর জ্ঞানে লিপিবদ্ধ আছে - কিছু ঘটনা অপরিবর্তনশীল, কিছু অসম্ভব, এবং অধিকাংশই মানব সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ড় বিষয়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তি প্রয়োগের সুযোগ নেই, যেমন জন্ম ও মৃত্যুর স্থান এবং সময় তা অপরিবর্তনশীল। প্রকৃতিতে এবং মহাকাশে যেভাবে সুবিন্যস্ড় করা হয়েছে, যার সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর অস্ড়িত্ব নির্ভরশীল, সেখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব। আর মানুষের জীবনের জীবন-উপকরণ কিভাবে পরকালের কল্যাণে ব্যবহার করবে তা বেশিরভাগই মানুষের ইচ্ছা শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এই ধারণা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এবং নৈতিক দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করে না, কারন আল্লাহ মানুষের বিচার-বিবেচনার উপর আস্থা রাখার পক্ষে - মানুষের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। বিশ্বাসীদের আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ভরসা করে, নিজস্ব মুক্ত ইচ্ছা ব্যবহার করে, ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে আগানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়।

তাকদির ও কর্মফলের পরিচয়
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা কামারঃ ৪৯-৫০)

সকল সৃষ্টি নির্ধারিত পরিমাপে

"আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। আমার আদেশ তো কেবল একটি কথা- চোখের পলকের মতো"

(সুরা তওবাঃ ৫১)

আল্লাহর নির্দিষ্ট ফলাফলই চূড়ান্ত

"'আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক।' আর আল্লাহ উপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।"

(সুরা হাদিদঃ ২২-২৩)

বান্দার বিপদ এবং সুসময় আল্লাহর হাতে

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে-বিপদ আসে আমি তা ঘটানোর পূর্বেই তা লেখা হয়। আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ। ইহা এই জন্য তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, আর যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য খুশিতে উল্লসিত না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত অহংকারীদেরকে।"

(সুরা তাগাবুনঃ ১১)

আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো বিপদই আসে না

"আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো বিপদই আসে না, আর যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে আল্লাহ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালনা করেন। আল্লাহ তো সব বিষয়ই ভালো করে জানেন।"

(সুরা আ'রাফঃ ১৮৮)
আল্লাহ অদৃশ্যের খবরের মালিক

"বলো, 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভালোমন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমার অনেক ভালো হতো, আর মন্দ কোনোকিছু আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।'"

(সুরা আনআমঃ ১৬০)
বান্দা কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাবে

"কেউ কোনো সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে, আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।"

(সুরা শুরাঃ ৩০-৩১)
বিপদ-আপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল

"তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর তিনি তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না; আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।"

(সুরা নজমঃ ৩১)
সৎকর্মেও কারণে ছোটখাটো দোষের ক্ষমা হয়

"আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তিনি তাদেরকে দেন মন্দ ফল, আর যারা সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। "

কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না
(সুরা বনি ইসরাইলঃ ১৫)

"যারা সৎপথ অবলম্বন করে তারা তো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে, ও যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য, আর কেউ অন্য কারো ভার বইবে না।"

(সুরা ফাতিরঃ ১৮)

"কেউ কারও ভার বইবে না; কারও পাপের বোঝা ভারী হলে সে যদি অন্যকে তা বহন করতে আহবান করে, তবু কেউ তা বইবে না, নিকটআত্বীয় হলেও না। তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে ও নামাজ পড়ে। "

(সুরা নজমঃ ৩৮-৪১)
প্রত্যেকেই নিজের কর্মের ফল ভোগ করবে

"কেউ অপরের বোঝা বইবে না। আর মানুষ তা-ই পায় যাহা সে করে। তার কাজের পরীক্ষা হবে, তারপর তাকে পুরো প্রতিদান দেওয়া হবে। সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট"

(সুরা ইয়াসিনঃ ১২)
মানুষ যাপাঠায়, তা সুস্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষণ করা হয়

"আমি মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি ওরা যা পাঠায় এবং যা পেছনে রেখে যায়। এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে আমি সব সংরক্ষণ করে রেখেছি।"

(সুরা হাদিদঃ ২৯)
অনুগ্রহ করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই

"কিতাবিগণ যেন জানতে পারে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও ওদের কোনো ক্ষমতা নেই। অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।"

(সুরা রা'দঃ ১১)
বান্দার চেষ্টার সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ থাকে

"আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হবার নয়, আর তিনি ছাড়া ওদের কোনো অভিভাবকও নেই।"

(সুরা ইয়াসিনঃ ৩৮-৪০)
চন্দ্র-সূর্য এবং রাত্রি-দিন কক্ষপথ নির্ধারিত

"আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গ ির মধ্যে আবর্তন করে। এ শক্তিমান, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্ধারিত। আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছি, অবশেষে তা শুকনো ব্যাকা খেজুরশাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর রাত্রির পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।"

কোরআনের আয়াতে
মৃত্যু, পরকাল ও কিয়ামতের পরিচয়

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী যে অনন্তকালের পরকাল রয়েছে এবং শেষ বিচারের দিনে আখেরাতের জীবনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে মানুষের কর্মফলের উপর। বিচার দিবসের নিশ্চয়তা একই সাথে যেমন জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র তৈরি করে, অন্যদিকে মানুষকে পার্থিব জীবনের কর্মেও গুরুত্বর উপর সতর্ক করে। কোরআনে যে বিষয়গুলি বারবার ও বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো পৃথিবীর জীবন ও পরকালের জীবনের তুলনা এবং সতর্কতা।

পৃথিবীতে মানুষের জন্মের সাথে সাথেই তার মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ পাঠানো হয়। এক অর্থে জন্ম ও মৃত্যু একই সূত্রে বাধা এবং জন্ম ও মৃত্যুর স্থান কাল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জীবন ও মৃত্যুর এই সহাবস্থানে মানুষের জন্য প্রধান বাস্তবতা। কোরআন-হাদিসে পরিষ্কার উপদেশ রয়েছে যে মৃত্যুর পরে পরকালের যাত্রা শুরু হবে এবং সেই যাত্রায় আসল ঠিকানা।

আল্লাহ এই কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন যে ইহ জীবনের চেয়ে পরকালের জীবনই অনেক উত্তম। কোরআনে পরিষ্কার নির্দেশনা এই যে ইহকাল কে পরীক্ষার ক্ষেত্রে মনে করে এমন জীবন যাপন করতে হবে যে এর মাধ্যমে পরকালে মুক্তির পথ সুগম হয়। যে জীবন-উপকরণ পরকালের মুক্তির পথ তৈরি করতে পারে না তবে তা শুধু ক্ষণিকের আনন্দ এবং ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুরা জারিয়াতে: ১৫-১৯ আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহর উপদেশ পাওয়া যায় "সেদিন সাবধানিরা থাকবে ঝরনা-ঝরা জান্নাতে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তারা তো উপভোগ করবে - কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমে কাটাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত"।

সুতরাং পৃথিবীর এই জীবনকে সুন্দরভাবে অনুধাবন করা করার মধ্যেই সত্যিকারের ঈমানের পরিচয়। কারণ এই সীমিত সময়ের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরকালের ঠিকানা। "আসলে তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী-তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে" (সূরা শুরা ৩৬)।

পৃথিবীর জীবনযাপনকে তুচ্ছ করে দেখার ব্যাপার নয়, কারণ এই জীবনের পরিচালনার মধ্যেই আখেরাতের ফল নির্ধারিত হবে। আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা ইহ জীবনকে এমন ভাবে সাজাও যার মধ্যে সৎ কাজের প্রতিযোগিতা থাকে, সৎকর্ম আগে থেকে পাঠাও, আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা কর এবং আল্লাহকে করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ পাঠাও।

এইসব সাবধান বাণীর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর জীবনের পৃথিবীর জীবনকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। এজন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে মঙ্গলের জন্য আল্লাহ সুরা বাকারায় আমাদের দোয়া শিখিয়ে দেন "হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন" (আয়াত: ২০১)।

মৃত্যু, পরকাল ও কিয়ামতের পরিচয়
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা আম্বিয়াঃ ৩৫)
তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

(সুরা আনকাবুতঃ ৫৭)
আল্লাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে!

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে, তারপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

(সুরা জুমআঃ ৮)
সবাইকে মৃত্যুর সামনা-সামনি হতে হবে!

"যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাতে চাও তোমাদেরকে সে মৃত্যুর সামনা-সামনি হতেই হবে। তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে, আর তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৪৫)
আলাহর অনুমতি ছাড়া মৃত্যু হবে না

"আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না, কেননা তার মেয়াদ নির্ধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং কেউ পরলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং আমি শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব।"

(সুরা আরাফঃ ৩৪)
সময় আসলে এক মুহূর্তও দেরি হবে না

"আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট কাল আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্ত ও দেরি বা তাড়াতাড়ি করতে পারবে না।"

(সুরা সাবাঃ ৩০)
নির্ধারিত সময় পরিবর্তনশীল নয়

"বলো, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত সময় যা তোমরা এক মুহূর্তও পিছিয়ে দিতে পারবে না এগিয়েও আনতে পারবে না।"

(সুরা লুকমানঃ ৩৪)
আল্লাহ ব্যতিত মৃত্যুর স্থান কেউ জানে না

"কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ই তাঁর জানা।"

(সুরা মু'মিনুনঃ ৯৯-১০৩, ১০৯, ১১১)
দুনিয়ার কর্ম ও পরকালের ফলাফল

"যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি ভালো কাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি।' না, এ হবার নয়। এ তো ওর এক কথার কথা।

ওদের সামনে এক পরদা থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত। আর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্নীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজখবর নেবে না।

আর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফল। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছিল আর ওরা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল।

আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমার প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমি তো দয়ালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াল।'.তাদের ধৈর্যের জন্য আমি আজ তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কার দিলাম যে তারাই হল সফল "

(সুরা আনকাবুতঃ ৬৪)
পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন

"এ-পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি অবশ্য ওরা তা জানত!"

(সুরা নিসাঃ ৭৪)
পার্থিব জীবনের বিনিময়ে পরকাল শ্রেষ্ঠ

"অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক এবং সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দেব।"

(সুরা শুরাঃ ২০)
তোমার নিয়ত-ই ফলাফল নির্ধারন করবে

"যে-কেউ পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরকালের ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে-কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরকালে এদের জন্য কিছুই থাকবে না।"

(সুরা শুরাঃ ৩৬-৩৮)
আল্লাহর কাছে যা আছে তা ভালো ও স্থায়ী

"আসলে তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা আরও ভালো ও আরও স্থায়ী-তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, আর রাগ করেও ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করে ও তাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ আমি দিয়েছি তার থেকে ব্যয় করে;"

(সুরা বনি-ইসরাইলঃ ১৩-১৪)
বিচারের দিন প্রত্যেকের রেকর্ড সামনে থাকবে

"প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি ও কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি (হিসাবের) কিতাব বার করে দেব যা সে খোলা পাবে। আমি বলব, তুমি তোমার কিতাব পড়ো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবনিকাশের জন্য যথেষ্ট।"

(সুরা জুমারঃ ৩০-৩১)
কিয়ামতের দিন তোমরা জবাবদিহি করবে

"তোমার মৃত্যু হবে, এবং তাদেরও। তারপর কিয়ামতের দিনে তোমরা নিজেদের মধ্যে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে, তর্কাতর্কি করবে।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৮৫)
কিয়ামতের দিন কর্মফল দেয়া হবে

"প্রত্যেক প্রাণকেই মরণের স্বাদ নিতে হবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরো করে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে যেতে দেওয়া হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

(সুরা মরিয়মঃ ৯৩-৯৫)
কিয়ামতের দিন সকলকে একাই আসতে হবে

"আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে করুণাময়ের কাছে তাঁর দাসরূপে উপস্থিত হবে না। তাঁর জ্ঞান তাদেরকে ঘিরে রেখেছে ও তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে সকলকে একাই আসতে হবে।"

(সুরা বাকারাঃ ২১২)
"বিশ্বাসীরা সংযত হয়ে চলার সুফল পাবে

"অবিশ্বাসীদের জন্য পার্থিব জীবন শোভন করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে কিয়ামতের দিন তারাই তাদের ওপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। "

(সুরা শুরাঃ ৪৭)
নির্ধারিত দিন আসার পূর্বেই সাড়া দাও

"আল্লাহর সেই অবশ্যম্ভাবী নির্ধারিত দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয় থাকবে না, আর তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না।"

(সুরা ইনফিতারঃ ১৭-১৯)
বিচারদিনে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না

"আর বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? (আবার বলি,) বিচারদিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই একদিন, যেদিন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। যেদিন সমস্ড় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্।"

(সুরা নাজিআতঃ ৩৪-৪১)
কাদের ঠিকানা হবে জান্নাত ও জাহান্নাম?

"তারপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (তখন) মানুষ যা করেছে তা সে স্মরণ করবে। আর সকলের নিকট জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। তখন যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। অপরদিকে যে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করেছে ও খেয়ালখুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত। "

কোরআনের আয়াতে কিয়ামতের বর্ণনা

(সুরা নাবাঃ ৩৮-৪০)

"সেদিন রুহ্ (জিবরাইল) ও ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথা বলবে। এদিন (যে আসবে তা) সুনিশ্চিত; অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অবিশ্বাস করেছিল সে বলবে 'হায়। আমি যদি মাটি হতাম!' "

(সুরা ইনফিতারঃ ১-৫)

"যখন আকাশ ফেটেফুটে খুলে যাবে, যখন তারাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে, যখন সমুদ্র উথলে উঠবে, যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে সে আগে কী পাঠিয়েছিল, আর পেছনে কী রেখে এসেছে।"

(সুরা ইনশিকাকঃ ১-৫)

"আকাশ যখন ফেটে পড়বে তার প্রতিপালকের কথা শুনে, আর তা শোনাই তো তার কর্তব্য! আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার ভেতরে যা আছে তা বের করে নিজেকে শূন্য করবে এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর তা (পালন করাই তো তার) কর্তব্য!"

কোরআনের আয়াতে কিয়ামতের বর্ণনা

(সুরা কিয়ামাহঃ ৬-১৫)

"মানুষ প্রশ্ন করে 'কবে কিয়ামতের দিন আসবে?' যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার জায়গা কোথায়?' না, কোথাও কোনো আশ্রয় নেওয়ার নেওয়ার ঠাই নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। সেদিন মানুষকে জানানো হবে সে কী করেছে ও কী করে নি। মানুষ নিজেই হবে তার নিজের কাজের দ্রষ্টা, যদিও সে নিজের দোষত্রুটি ঢাকতে চাইবে"

(সুরা আরাফঃ ১৮৭)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন আসবে?' বলো, 'এ-সম্বন্ধে কেবল আমার প্রতিপালকই জানেন। কেবল তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন।' সে হবে আকাশ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ তা এসে পড়বে তোমাদের ওপর। তুমি এ-বিষয়ে ভালোভাবে জানো এই ভেবে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বলো, 'এ-সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক জানেন।' কিন্তু বেশির ভাগ লোক তা জানে না।"

(সুরা মা'আরিজঃ ৮-১৫)

"সেদিন আকাশ হবে গলিত তামা, আর পাহাড়গুলো হবে রঙিন পশমের মতো। সেদিন বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না, যদিও ওদেরকে একে অপরের চোখের সামনে রাখা হবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে তার সন্তানসন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে, যারা তাকেআশ্রয় দিত, আর পৃথিবীর সবকিছু, যদি এ-মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারে। না, কখনোই নয়, এগুলো তাকে রক্ষা করবে না! "

কোরআনের আয়াতে
আল্লাহর সতর্কতা ও উপদেশ

পৃথিবীতে সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে আল্লাহ আল-কোরআনে বিভিন্ন সূরায় নিশ্চিত করেছেন। বিশেষ করে সূরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি "। আল্লাহর বাণী বাস্তবায়ন করার জন্য এই প্রতিনিধি ঐশ্বরিক আমানত নৈতিকতার সাথে পালন করবে বলে আল্লাহর প্রত্যাশা। সূরা আনআমের ১৬৫ নাম্বার আয়াতে এই প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বলা হয় "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর মর্যাদায় বড় করেছেন "।

মানুষের এই প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকার জন্য মানুষ যে সৃষ্টির জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোরআনের আত তিনের ৪ নাম্বার আয়াতে, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে "। এবং সৃষ্টির সেরা কেন, কারণ তারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে। সুতরাং এই বিশ্বাস এবং সৎ কাজের গুণাবলী যে মানুষের মধ্যে থাকবে সেই সৃষ্টির সেরা। মানুষকে এই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিচার বিবেচনার ক্ষমতা, যার মাধ্যমে সে ভালো এবং মন্দের মধ্যে তারতম্য করতে পাওে, এবং নিজের ইচ্ছাবৃত্তি কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং সৃষ্টিকর্তার অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হওয়া।

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত মানুষ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলবে এটাই আল্লাহর প্রত্যাশা। মানুষ কেনো আল্লাহর কাছে উঁচু স্থানের যোগ্য, তা সূরা আহযাব এর ৭২ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে "নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এ-আমানত দিতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে তা বইতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বইল "। সুতরাং সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের দায়বদ্ধতার জায়গা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং যে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল কোরআনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, তা মেনে চলা। এই মেনে চলার মধ্যেই আত্মার প্রশান্তি এবং সেই প্রশান্ত আত্মা নিয়ে আল্লাহর সামনের হাজির হওয়া হওয়ার তাগিদ মানুষের জীবনে অন্যতম লক্ষ্য।

আল ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ আয়াতে আল্লাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা এবং তাকে আল্লাহর উপরে তাকওয়ার লক্ষণ হিসেবে বুঝিয়েছেন। মানুষ যেন চিন্তা করে, এ বিশাল মহাবিশ্বের মধ্যে ছোট একটা পৃথিবীতে একজন মানুষকে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে কি ধরনের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তোমরা প্রতিযোগিতা করো কর্মে কে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর আস্থার যে আমানত, তাকে রক্ষা করার আন্তরিক প্রচেষ্টা হয় যেন মানুষের জীবনের লক্ষ্য। এই কর্মের শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রতিযোগিতায় আল্লাহর উপদেশ হলো জীবিত অবস্থায় সৎ কর্ম করে পাঠাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। সূরা হাদিদ ১১ নং আয়াতে আল্লাহ আশ্বস্ড় করেন "কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তা হলে তিনি বহুগুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার"।

আল্লাহর সতর্কতা ও উপদেশ
নির্বাচিত আয়াত

(সুরা ফাজরঃ ১৭-৩০)
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে ফিরে যাওয়ার প্রার্থনা

"না, আসলে তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, তোমরা অভাবগ্রস্ড়দের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে-যাওয়া ধনসম্পদ পুরো খেয়ে ফেল, আর তোমরা ধনসম্পদ বড় বেশি ভালোবাসো। ইহা সংগত নয়।

পৃথিবী যখন চূর্ণবিচূর্ণ হবে, আর যখন তোমার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, আর সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এ-উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! আমার এ-জীবনের জন্য যদি আগে থেকে কিছু সৎকর্ম করে পাঠাতাম!' সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্ড়ি মতো শাস্ড়ি দেবার কেউ থাকবে না, আর তাঁর মতো শক্ত বাঁধনে বাধতে কেউ পারবে না।

হে প্রশান্ত আত্মা ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো, সন্তুষ্টচিত্তে এবং তাঁর সন্তুষ্টভাজন হয়ে। আমার দাসদের শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"

(সুরা মু'মিনুনঃ ১১২-১১৫)
তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নাই

"তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কয়বছর ছিলে?' ওরা বলবে, 'আমরা তো ছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ,যারা গণনা করে আপনি নাহয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প সময়ই ছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?"

আল্লাহকে দেওয়া উত্তম ঋণ বহুগুনে ফেরত আসে

(সুরা বাকারাঃ ২৪৫)

"কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? আল্লাহ তার জন্য এ বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন আর আল্লাহই জীবিকা কমান ও বাড়ান এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"

(সুরা তাগাবুনঃ ১৭)

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সহিষ্ণু।"

(সুরা হাদিদঃ ১১, ১৮)

"কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তা হলে তিনি বহুগুণে একে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপরস্কার। দানশীল পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

(সুরা মু'মিনুনঃ ৬২)

আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব কাউকে দেন না

"আমি কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করি না, আর আমার কাছে এক কিতাব আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়। আর ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না।"

(সুরা বাকারাঃ ২৮৬)

"আল্লাহ্ কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেন না। ভালো ও মন্দ যে, যা উপার্জন করবে তা তারই। (তোমরা প্রার্থনা করো) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে ভারী দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব দিয়ো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এমন ভার আমাদের ওপর দিয়ো না যা বইবার শক্তি আমাদের নেই।"

(সুরা কাসাসঃ ৭৬-৭৭)
আল্লাহ্ দাম্ভিকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না

"দেমাক কোরো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। এবং ইহলোকে তোমার বৈধ অংশ তুমি উপেক্ষা কারো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদয়। আর পৃথিবীতে ফ্যাশাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ ফ্যাশাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না। "

(সুরা মুনাফিকুনঃ ১০-১১)
নির্ধারিতকাল উপস্থিত হইলে অবকাশ নেই

"আমি তোমাদেরকে যে-জীবনের উপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে তার থেকে ব্যয় করবে, মৃত্যু আসার ও একথা বলার পূর্বেঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।"

(সুরা ফাতিরঃ ৪৫)
আল্লাহ শাস্তি দেওয়ার পুর্বে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন

"আল্লাহ মানুষকে তাদির কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবিত কাউকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের ওপর দৃষ্টি রাখেন।"

(সুরা তাহাঃ ১২১)
পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের দিকে লক্ষ্য কারো না

"আমি অবিশ্বাসীদের কাউকে-কাউকে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে ভোগবিলাসের যে-উপকরণ দিয়েছি তার দিকে তুমি কখনও লক্ষ্য কোরো না। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনের উপকরণ
আরও ভালো ও আরও স্থায়ী। "

(সুরা বাকারাঃ ৪২-৪৪)
সৎকাজের নির্দেশ দিয়ে নিজেরা তা পালন করো

"তোমরা সত্যকে মিথ্যা সাথে মিশিয়োনা, আর জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকত দাও, আর যারা রুকু দেয় তাদের সঙ্গে রুকু দাও। তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেরা (তা পালন করতে) ভুলে যাও, আবার কিতাবও পড়? তোমরা কি বুঝবে না?"

(সুরা কাহাফঃ ১৮)
তুমি কাদেরকে অনুসরণ করবে?

"তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টিলাভের আশায়, আর তাদের ওপর থেকে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর যার হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি অনুসরণ করো না।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪)
তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো

"তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতলাভের জন্য যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ড়, যা সাবধানিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন"

(সুরা ফাতিরঃ ২৯-৩০)
সৎ কর্মের ব্যবসা বিফল হয় না

"যারা আল্লাহ কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে, তাদের ব্যাবসা ব্যর্থ হবে না। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"

(সুরা রা'দঃ ২২-২৪)
প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের পুরষ্কার স্থায়ী জান্নাত

"আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদের জীবনের যে-উপকরণ দিয়েছি তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে আর যারা ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম, স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে আর তাদের পিতামাতা, পতিপত্নী ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে ও বলবে, তোমরা কষ্ট করেছিলে বলে তোমাদের ওপর শান্তি। এই পরিণাম কত ভালো।"

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা সমান নয়

(সুরা রা'দঃ ১৯)

"তোমরা প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে যে সত্য বলে জানে সে আর যে (জেনেও) অন্ধ সে কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।"

(সুরা জুমারঃ ৯)

"যে-লোক রাত্রিতে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, পরলোককে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান, যে তা করে না? বলো, 'যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"

(সুরা আল-ই-ইমরানঃ ১১৩-১১৪)

"তারা সকলে একরকম নয়। কিতাবিদের মধ্যে একদল আছে অবিচলিত; তারা রাত্রিতে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে। তারা আল্লাহ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে এবং তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। "

(সুরা কাসাসঃ ৬১)

"যাকে আমি পুরস্কারের উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ লোকের সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি, এবং যাকে পরে, কিয়ামতের দিন, অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে? "

(সুরা তওবাঃ ১০৯)

"যে-ব্যক্তি তার ঘরের ভিত তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয়) ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করে সে-ই ভালো, না সেই ব্যক্তি ভালো যে তার ঘরের ভিত স্থাপন করে এক খাদের পড়ন্ত ধসের ধারে, ফলে যা ওকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে? আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

(সুরা আহকাফঃ ১৩-১৪)
যারা বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই

"যারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ', এবং এ-বিশ্বাসে যারা অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, আর এ-ই তাদের কর্মফল।"

(সুরা মু'মিনঃ ৬০)
তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অংহকারে আমার উপাসনায় বিমুখ তারা অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'"

(সুরা বাকারাঃ ১৮৬)
প্রার্থনাকারী ডাকে আমি সাড়া দেই

"আর আমার দাসরা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন (তুমি বলো) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার ওপর বিশ্বাস করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।"

(সুরা বনি ইসরাইলঃ ৭৮-৭৯)
ফজরের নামাজ ও তাহাজ্জুদ গুরুত্বপূর্ণ

"সূর্য হেলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করবে আর কোরআন পড়বে ফজরে। দেখো, ফজরের পড়া (নামাজ) লক্ষ করা হয়। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে। তোমার জন্য এ অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করবেন। "

(সুরা ফুরকানঃ ৭১-৭৬)
আল্লাহর প্রত্যাশায় সম্পুর্ণ জীবন ব্যবস্থা

"যে-ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ মুখাপেক্ষী। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও অসার কাজকর্মের সম্মুখীন হলে নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তা এড়িয়ে চলে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মতো আচণ করে না,

যার প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরা যেন আমাদের নয়ন জুড়ায়, আর আমাদেরকে সাবধানিদের আদর্শ করো।'

প্রতিদানে তাদের জান্নাত দেওয়া হবে, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। সেখানে অভিবাদন ও সালামসহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে তা কত ভালো! "

“আমি তো
কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের
জন্য সহজ করে দিয়েছি; উপদেশ
গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?”
(সুরা কামার: ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

“যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই (কোরআন)
দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং
তার নিজের ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোর
দিকে নিয়ে যান, আর তাদেরকে সরল পথে
পরিচালিত করেন।” (সুরা মায়িদা: ১৬)

“তবে কি ওরা কোরআন সম্বন্ধে মন
দিয়ে চিন্তা করে না?
না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ?”
(সুরা মুহাম্মদ: ২৪)

কোরআন বুঝে পড়ি
কল্যাণ ও প্রশান্তির পথ চলি

MARZIA KARIM *Foundation*